পবিত্র কোরানের আলোকে বর্ষপঞ্জি ও প্রচলিত পদ্ধতি

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

প্রকাশক

কে এম এফ পাবলিশার্স

উত্তরা, ঢাকা ১২৩০, বাংলাদেশ

গ্রন্থসত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার কম্পোজ
কে এম এফ সাইবার সলিউশন্স
উত্তরা, ঢাকা -১২৩০

এই বইটি সংকলনে পবিত্র কোরআনের তিনটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে https://www.hadithbd.com/ এর নীতিমালা অনুসরণ করে। এই বইটি শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সবার প্রবেশাধিকার (Open Access) সুবিধা রয়েছে। অতএব ডাউনলোড ও শেয়ার করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা নেই।

ISBN: 978-984-35-4014-0

978-984-35-4014-0

978-984-35-4014-0

Citation:

Mannan, K. A. (2023). পবিত্র কোরানের আলোকে বর্ষপঞ্জি ও প্রচলিত পদ্ধতি (Calendar: The conventional methods and in the light of the Holy Quran). KMF Publishers, Dhaka, Bangladesh. ISBN: 978-984-35-4014-0

পবিত্র কোরানের আলোকে বর্ষপঞ্জি ও প্রচলিত পদ্ধতি

মুখবন্ধ

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন,

> *"নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা কাফিররা পথভ্রষ্ট হয়, তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখে। ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত দেন না।" (৯:৩৭)*

এই আয়াত আমাদের বলে দেয় শুধুমাত্র খাবার আর পোষাকের মধ্যেই হালাল-হারাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং সময়, দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস ও বছর গণনার ক্ষেত্রে রয়েছে সর্বোচ্চ হালাল-হারামের বিধিবদ্ধ বিধান। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান সর্বোচ্চ হালাল-হারাম বলছে এই কারণে যে, এর সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান যথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ।

আমাদেরকে আল্লাহ একটি মাত্র মাসের নাম অর্থাৎ রমাদান হিসাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন এই মাসেই লাইলাতুল কদরে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়। রাতটির কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়েছেন যেমন

> *"শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।" (৯৭:৫)*

সেই রাতটি কি কখনো ঘন অন্ধকার হতে পারে? কারণ

"আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।"
(১১৩:৩)

যদিও দেখা যায় কিছু কিছু বিশেষজ্ঞদের মতামত তেমন একটি বা একধিক রাতের সম্ভাবনার কথা বলেন। কোন গভীর অন্ধকার রাত এই মহান গ্রন্থ নাজিলের রাত হতেই পারে না। তাই মনে হচ্ছে সহস্র বছরে মুসলিম সমাজ সেই মহিমান্বিত রাতটি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। আমাদেরকে সেই একটি মাস বলে দিয়েছে এবং ১২ মাসে বছরের কথাও বলে দিলেন এবং তারমধ্যে চারটি মাসকে হারাম করে দিলেন বিশ্ব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা কবজ হিসাবে। আল্লাহ এই দায়িত্ব দিয়ে দিলেন জ্ঞানী শ্রেণীর কাছে।

পবিত্র কোরআন অনুযায়ী নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও জিহাদের ইব্রাহিম (আঃ) থেকেই দেখা যায়। তাই সেই সময় থেকেই সময় গণনার বর্ষপঞ্জি থাকার-ই কথা। তাছাড়া মহান আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে-ই ১২টি মাস নির্ধারিত (৯:৩৬), তাই প্রচলিত বর্ষপঞ্জিটির সাথে ইব্রাহিম (আঃ) বর্ষপঞ্জির সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ততা থাকার কথা। ধরে নিলাম নাইবা থাকল, বিকৃত অথবা হারিয়ে গেছে। মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কে মহান আল্লাহ বলে দিলেন "আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের কাছে ওহী পাঠালাম যে, 'তোমরা তোমাদের কওমের জন্য মিসরে গৃহ তৈরী কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কিবলা বানাও আর সালাত কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও।" (১০ : ৮৭) অর্থাৎ ইমরান (আঃ) পুত্রগণ মুসা (আঃ), হারুন (আঃ), কন্যা মারইয়াম (আঃ) এবং তার পুত্র ঈসা (আঃ), তাছাড়াও যাকারিয়া (আঃ) এর পুত্র ইয়াহিয়া (আঃ) সমসাময়িক নবী রাসূলগণ ইব্রাহিম (আঃ) এর নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও জিহাদ পালন করেছেন। তাদেরকেও একটি

বর্ষপঞ্জি অনুসরণ অথবা অনুমোদন/প্রবর্তন করতে হয়েছে। কারণ আল্লাহ বলেন

> *"পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তাহলে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবেনা।" (৩৫:৪৩)*

বিভিন্ন ধরনের সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দেখা যায় মোহাম্মদ (সঃ) বর্তমান সৌদি আরবে অবস্থিত মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রচলিত ধারণা মতে, তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট বা আরবি রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মন্টগোমারি ওয়াট তার পুস্তকে ৫৭০ সাল উল্লেখ করেছেন; তবে প্রকৃত তারিখ উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মুহাম্মাদ (সঃ) নিজে কোনো মন্তব্য করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি; এজন্যই এটি নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। এমনকি মাস নিয়েও ব্যাপক মতবিরোধ পাওয়া যায়। যেমন, একটি বর্ণনায় এটি ৫৭১ সালের ২৬ এপ্রিল বা রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ হবে; সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, সালমান মনসুরপুরী এবং মোহাম্মদ পাশা ফালাকির গবেষণায় এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী ২২ বছর নিশ্চয়-ই একটি বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন/অনুমোদন/অনুসরণ করেছেন। সেই বর্ষপঞ্জি কেন-ই বা পরিবর্তন করতে হল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর শাসন আমলে?

সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ১৭ হিজরি সনে (৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ), বসরায় নিযুক্ত খলিফা উমরের একজন কর্মকতা আবু মুসা আশয়ারী উমরের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্রে বছরের অনুপস্থিতির অভিযোগ করেছিলেন ও কোন নির্দেশাবলী বর্তমান বছরের তা নির্ধারণ করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই প্রতিবেদনটি উমরকে মুসলিমদের জন্য একটি পঞ্জিকা সাল প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল। পরামর্শদাতাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে প্রথম বছরটি হতে হবে মুহাম্মদ (সঃ) এর মদিনায় আগমনের বছর (যা আগে ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল)। এরপর উসমান ইবন আফফান প্রাক-ইসলামি যুগের আরব্য রীতি মেনে বছরের প্রথম মাস মুহররমে শুরু করার পরামর্শ দেন। ইসলামি বর্ষপঞ্জির বছরগুলি এভাবে মুহররম মাস থেকে মুহাম্মদ (সঃ) এর মদিনা শহরে আগমনের বছর থেকে শুরু হয়, যদিও প্রকৃত হিজরত হয়েছিল আন্তঃকালিত বর্ষপঞ্জির সফর ও রবিউল আউয়াল মাসে তথা নতুন স্থির বর্ষপঞ্জির মুহররম শুরু হওয়ার দুই মাস আগে। হিজরতের কারণে এই বর্ষপঞ্জির নামকরণ করা হয় হিজরি বর্ষপঞ্জি। তবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বিধিবিধানগুলিকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে বিবেচনা করা হয় নাই।

মহান আল্লাহ পাক আমাদের বলেছেন

> *"তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।" (১০:৫)*

তিনি আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন

> *"সেটা এমন এক উম্মত যা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই। আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (২:১৩৪)*

আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআন ছাড়া বাকি সব আহলে কিতাব বা মানব রচিত কাহিনী। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদের জ্ঞান দিয়েছেন তাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছেন। বার বার চিন্তা ও গবেষণার কথা বলেছেন। তাই আমাদের উচিত প্রচলিত বর্ষপঞ্জিটি উপসংহারে বর্ণিত অনুকল্প (Hypothesis) গুলি পরীক্ষা করা।

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

সূচিপত্র

পটভূমি	৭
প্রচলিত বর্ষপঞ্জি	১১
চাঁদের বিভিন্ন অবস্থা	১৩
মুহাম্মাদ সা. পরবর্তীতেও নাসী (হারাম মাসের রদবদল) হওয়ার প্রমাণ	১৭
হারাম মাসসমূহ ও হজ্জের মাসসমূহ	১৮
হারাম মাসসমূহের তাৎপর্য এবং এতে সিয়াম ও হজ্জের সম্পর্ক	২৯
হজ্জের মাসসমূহের পরিবর্তে একটি মাসে হজ্জকে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত কিনা	৩৩
হারাম মাসের হারাম বিষয়	৩৪
সাধারণ হারাম বিষয়	৩৫
অস্বাভাবিক হারাম বিষয়	৩৮
হারাম মাস ও বর্ষপঞ্জি বিষয়ক	৩৯
পৃথিবীর আহ্নিক গতি	৫২
পৃথিবীর বার্ষিক গতি	৫৪
হারাম মাসসমূহ চিহ্নিতকরণের উপায়	৬২
হারাম মাসসমূহের হারাম বিষয় সাপেক্ষে সময়কাল চিহ্নিতকরণ	৬২
হারাম মাসসমূহের অন্যতম সাধারণ (Common) হারাম বিষয় তথা বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ	৬২
হারাম মাসসমূহের পরে যুদ্ধাভিযানের সময়কালের আবহাওয়া	৬৩
রমাদানের মাস চিহ্নিতকরণ	৬৩
মুহাররাম ও জিলহজ্জ মাসের যুক্তিকতা	৭৫
উপসংহার	৭৯

পবিত্র কোরানের আলোকে বর্ষপঞ্জি ও প্রচলিত পদ্ধতি

পটভূমি

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সময় গণনার পদ্ধতিগুলি উদ্ধার করেছেন যা প্রাগৈতিহাসিক সময়ে থেকে, যা আমাদের নিয়ে যায় কমপক্ষে নব্যপ্রস্তরযুগের চেয়েও পুরানো সময়। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক সভ্যতাগুলি সময় গণনার জন্য প্রাকৃতিক একক যেমন দিন, সৌর বছর এবং চন্দ্রমাস ব্যবহার করত। বর্ষপঞ্জিগুলি সময় গণনার সুস্পষ্ট মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এবং সূত্রকৃত বর্ষপঞ্জিগুলি ব্রোঞ্জ যুগের ছিল, এই তথ্য প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে লেখার বিকাশের উপর নির্ভরশীল। সুমেরীয় বর্ষপঞ্জিটি হল প্রাচীনতম, তারপরে মিশরীয়, অ্যাসিরীয় বর্ষপঞ্জী এবং এলামাইট বর্ষপঞ্জি। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের বহু সংখ্যক বর্ষপঞ্জিগুলি যেগুলি আসিরিয়ান এবং ব্যাবিলনীয় বর্ষপঞ্জির উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছিল, সেগুলি লৌহ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে হাখমানেশী সাম্রাজ্যের বর্ষপঞ্জি, যা পারসী বর্ষপঞ্জির পাশাপাশি হিব্রু বর্ষপঞ্জিরও জন্ম দিয়েছিল ।

আদিম বর্ষপঞ্জিগুলি সাধারণত সৌরচান্দ্রিক ছিল, সৌর এবং চান্দ্র বছরগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সারিবদ্ধ করার জন্য আন্তঃকালীন মাসগুলি প্রবেশ করানোর উপর নির্ভরশীল ছিল। এটি বেশিরভাগ পর্যবেক্ষণের উপরেই নির্ভর ছিল, তবে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয়ে থাকতে পারে অ্যালগোরিদম অনুসারে আন্তঃকালীনতার পরিকাঠামো তৈরী করার, যেমন খণ্ডিত দ্বিতীয় শতাব্দীর কলিগনি বর্ষপঞ্জিতে দেখা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, রোমান বর্ষপঞ্জিতে পূর্ব-ইস্ট্রাস্কানের ১০ মাসের সৌরবর্ষের খুব প্রাচীন অবশেষ দেখা যায়। রোমান ক্যালেন্ডার ৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজার দ্বারা সংস্কার করা হয়েছিল। জুলীয় বর্ষপঞ্জি আর অমাবস্যা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল ছিল না, একটি সহজ অ্যালগরিদম অনুসরণ

করে প্রতি চার বছর অন্তর এক লিপ দিন প্রবেশ করানো হয়েছিল । এটি বর্ষপঞ্জির মাস এর থেকে চান্দ্রমাসের একটি বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছিল।

ইরানে একাদশ শতাব্দীতে, ওমর খৈয়ামের নেতৃত্বে একটি বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছিল ১০৭৯ সালে, যখন বছরের দৈর্ঘ্য ধরা হত ৩৬৫.২৪২১৯৮৫৮১৫৬ দিন । যেহেতু কোনও ব্যক্তির জীবদ্দশায়, বছরের দৈর্ঘ্য ষষ্ঠ দশমিক স্থানে পরিবর্তিত হচ্ছে তাই এটি প্রকৃতই সঠিক। তুলনার জন্য বলা যায় ১৯ শতকের শেষে বছরের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৬৫.২৪২১৯৬ দিন, এবং এর দৈর্ঘ্য ৩৬৫.২৪২১৯০ দিন। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিটি জুলিয়ান বর্ষপঞ্জির সংশোধন হিসাবে ১৫২২ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এটি আজ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় বর্ষপঞ্জি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার সাপেক্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দিন মাস ও বছর গণনা পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا النَّسِیۡٓءُ زِیَادَۃٌ فِی الۡکُفۡرِ یُضَلُّ بِہِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یُحِلُّوۡنَہٗ عَامًا وَّ یُحَرِّمُوۡنَہٗ عَامًا لِّیُوَاطِـُٔوۡا عِدَّۃَ مَا حَرَّمَ اللّٰہُ فَیُحِلُّوۡا مَا حَرَّمَ اللّٰہُ زُیِّنَ لَہُمۡ سُوۡٓءُ اَعۡمَالِہِمۡ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الۡکٰفِرِیۡنَ

নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা কাফিররা পথভ্রষ্ট হয়, তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখে। ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত দেন না। (৯:৩৭)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, তা মানুষের ও হাজ্জের জন্য সময় নির্ধারক। তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহেক ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (২:১৮৯)

উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আহিল্লাহ (হিলালসমূহ/ উৎসর্গের ঘোষণা সম্পর্কিত সরু চাঁদসমূহ) হচ্ছে মাওয়াক্বীত (সময় নির্ধারণের উপায়)- মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য"। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে এক বছরে ১২ বার প্রদক্ষিন করে। এজন্য মাসের গননা প্রাকৃতিকভাবে চাঁদের তিথির সাথে সর্ম্পকিত। মাসের হিসাব করতে পারা যেমন মানবজাতির জন্য একটি সাধারণ সুবিধার বিষয় তেমনি এর মাধ্যমে হজ্জের সময় নির্ধারণের সুযোগ লাভ করা হচ্ছে একটি বিশেষ সুবিধার বিষয়। এর কারণ হচ্ছে হজ্জের ঘোষণা বিঘোষিত হয়েছে মানবজাতির উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতিরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে ।

وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়। (৩৬:৩৯)

হজ্জের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরু চাঁদসমূহের মাধ্যমে মাস চিহ্নিতকরণের বর্ষকে তথা চান্দ্রবর্ষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মাসগণনা

শুরু ও শেষ হবে এভাবে যে, পর্যবেক্ষণ ও হিসাব মোতাবেক যে তারিখে কোনো মাসের প্রথম হিলাল দেখা যাওয়া নিশ্চিত, কোনো কারণে দেখতে অসুবিধা হলেও, ঐ তারিখকে মাসের প্রথম তারিখ ধরতে হবে। এজন্য হিলাল (মাসের প্রথম সরু চাঁদ ও শেষ সরু চাঁদ) চোখে দেখা ও হিসাব করা প্রয়োজন। হিলালের আকৃতি হলো কাল উরজূনিল ক্বাদীম বা 'খেজুর গাছের একটি পুরনো ডালের মতো' (৩৬:৩৯)।

وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ

এবং শপথ চন্দ্রের যখন ওটা পরিপূর্ণ হয়, (৮৪:১)

একটি মাসে দুটি পক্ষ থাকে, শুক্ল পক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষ। শুক্ল পক্ষের শেষ দিন চাঁদ পূর্ণরূপ ধারণ করে তথা পূর্ণিমা হয়। বিপরীতক্রমে কৃষ্ণপক্ষের শেষদিন অমাবস্যা থাকে। অমাবস্যার আগে মাসের শেষ হিলাল সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, চাঁদ তার মনজিল অতিক্রম করে `খেজুর গাছের একটি পুরনো ডালের ন্যায়' দৃশ্যমান রূপে ফিরে যায়। ৩৬:৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে, ওয়াল ক্বামারা ক্বাদ্দারনাহু মানাযিলা, হাত্তা আদা কাল উরজূনিল ক্বাদীম। এখানে প্রথম চন্দ্রকলা বুঝার জন্য 'আদা' শব্দটি লক্ষ্যণীয়। 'আদা' মানে 'পুনরায় ফিরে যাওয়া'। অর্থাৎ এ অবস্থা প্রথমেও ছিল, পরে আবার হলো। এ থেকে বুঝা যায় মাসের শুরু হিলাল বা নতুন চাঁদ থেকে। আদা শব্দের ব্যবহার বুঝার জন্য ১৭:৮ আয়াত দেখা যেতে পারে,

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا

আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের উপর রহম করবেন। কিন্তু তোমরা যদি পুনরায় কর, তাহলে আমিও পুনরায় করব। আর আমি জাহান্নামকে করেছি কাফিরদের জন্য কয়েদখানা। (১৭:৮)

এখানে বলা হয়েছে, ওয়া ইন উত্তুম, উদনা। অর্থাৎ "যদি তোমরা (ফাসাদের) পুনরাবৃত্তি করো, তবে আমিও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো"। সুতরাং চান্দ্রমাস হলো সরু চাঁদ থেকে পূর্ণিমা এবং তারপর সরু চাঁদে ফিরে যাবার চন্দ্রচক্র (Lunar month = The crescent to full and back to crescent moon cycle)।

প্রচলিত বর্ষপঞ্জি

বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার হিসাব করার ক্ষেত্রে তিন ধরনের হিসাব পদ্ধতি রয়েছে। চান্দ্রবর্ষ ক্যালেন্ডার (Lunar Calendar), সৌরবর্ষ ক্যালেন্ডার (Solar Calendar) এবং চান্দ্র-সৌরবর্ষ ক্যালেন্ডার (Lunisolar Calendar)। এর মধ্যে চান্দ্রবর্ষ ক্যালেন্ডার এবং সৌরবর্ষ ক্যালেন্ডার হচ্ছে দুটি মূল ক্যালেন্ডার। অন্যদিকে লুনি-সোলার বা চান্দ্র-সৌরবর্ষ ক্যালেন্ডার হচ্ছে চান্দ্রবর্ষ ক্যালেন্ডার এবং সৌরবর্ষ ক্যালেন্ডারের এক ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে তৈরিকৃত ক্যালেন্ডার যেখানে ঋতু ও মাসের অবস্থান প্রতিবছর একই থাকে। পবিত্র কোরআনে হজ্জের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরু চাঁদসমূহ তথা ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

হিজরি বর্ষপঞ্জি, যা চান্দ্র হিজরি বর্ষপঞ্জি ও (ইংরেজিতে) ইসলামি, মুসলিম বা আরবীয় বর্ষপঞ্জি নামেও পরিচিত, একটি চন্দ্র নির্ভর বর্ষপঞ্জি যার এক বছর ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিন বিশিষ্ট ১২টি চান্দ্র মাস নিয়ে গঠিত। ইসলামি বর্ষপঞ্জিতে হিজরি সন ব্যবহার করা হয় যার আদর্শ ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ইসলামি নববর্ষে নির্ধারিত হয়েছে। এই বছরে মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার সাহাবিরা মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তরিত হয়ে প্রথম মুসলিম সম্প্রদায় (উম্মাহ) প্রতিষ্ঠা করে, এই ঘটনাটিকে হিজরত নামে অভিহিত করা হয়, যা হজরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে এই হিজরি সনের গণনা সূচনা করেন। এই বর্ষপঞ্জি ইসলামি ছুটির দিন ও অনুষ্ঠানের সঠিক দিবস নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন বার্ষিক রোজা রাখার সময়কাল ও হজ্জ করার সঠিক তারিখ। প্রায় সব মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো যেখানে সাধারণ বর্ষপঞ্জি হিসেবে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি ব্যবহার হয়, অন্যদিকে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিন) সিরীয় মাসের নাম সমেত গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়াও রয়েছে সৌর হিজরি বর্ষপঞ্জি এবং বিভিন্ন প্রাচীন ইরানি বর্ষপঞ্জির অন্যতম। এটি ইরান মান সময় দ্রাঘিমা রেখা (৫২.৫° পূ, ইউটিসি+০৩:৩০) এর জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা দ্বারা নির্ধারিত মার্চ বিষুব থেকে শুরু হয় এবং এর বছর ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিন। এটি ইরান এবং আফগানিস্তান উভয়ের আধুনিক প্রধান বর্ষপঞ্জি এবং কখনও কখনও এটিকে শামসি হিজরি বর্ষপঞ্জি বলা হয়। সৌর হিজরি বর্ষপঞ্জি বিশ্বের প্রাচীনতম বর্ষপঞ্জিগুলোর মধ্যে একটি ও সেই সাথে এটি বর্তমানে ব্যবহৃত সবচেয়ে নিখুঁত সৌর বর্ষপঞ্জি। যেহেতু বর্ষপঞ্জিটি মহাবিষুব নির্ধারণের জন্য জ্যোতির্বিদ্যাগত গণনা ব্যবহার করে তাই এতে কোন অন্তর্নিহিত ত্রুটি নেই। বারো মাসের প্রতিটি একটি রাশিচক্রের সাথে সমন্বয় করা

হয়েছে। প্রাচীন ইরানি নববর্ষের দিন, যাকে বলা হয় নওরোজ, সর্বদা মার্চ বিষুবে পড়ে। যদিও নওরোজ বলকান থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলোর সম্প্রদায়ের দ্বারা পালিত হয়, সৌর হিজরি বর্ষপঞ্জিটি শুধুমাত্র ইরান এবং আফগানিস্তানে সরকারিভাবে ব্যবহার করা হয়।

আরবিতে চান্দ্রবর্ষের মাসসমূহের বর্তমান প্রচলিত নাম হচ্ছে: (১) মহররম (২) সফর (৩) রবিউল আউয়াল (৪) রবিউস সানি (৫) জমাদিউল আউয়াল (৬) জমাদিউস সানি (৭) রজব (৮) শাবান (৯) রমাদান (১০) শাওয়াল (১১) জিলক্বদ (১২) জিলহজ্জ। ইতিহাসসূত্রে জানা যায় পূর্বে নবম মাসের নাম ছিল নাতিক। কুরআন নাযিলের পরে কোন এক সময় থেকে এটিকে রমাদান নামে পরিবর্তন করা হয়।

চাঁদের বিভিন্ন অবস্থা

যে তারিখে প্রথম হিলাল দেখা যাবে সেটাই হচ্ছে নতুন মাসের প্রথম তারিখ। যতদিন নিশ্চিত হিসাব পদ্ধতি অবলম্বন সম্ভব ছিল না ততদিন কোনো মাসের শেষ সরুতম চাঁদটি চোখে দেখা গেলে ও তার পরদিন কোন হিলাল দেখা না গেলে, অর্থাৎ আমাবশ্যার পর পরবর্তী মাসের প্রথম হিলালের তারিখ সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা পাওয়া যেত। আর সাধারণত কোনো মাসের প্রথম হিলাল চোখে দেখা যাওয়ার পর মাসটি শুরু হওয়ার এবং পরের মাসের প্রথম হিলাল দেখা যাওয়ার পর চলতি মাস শেষ হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া যেতো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাবের মাধ্যমে এ সাক্ষ্য দেয়া যায়, চোখে দেখা জরুরি নয়। সুতরাং আধুনিক হিসাব অনুসারে চান্দ্রমাসের পরিসর হচ্ছে new moon to new moon তথা যে তারিখে new moon phase উদিত হবে সেটাই হচ্ছে মাসের প্রথম তারিখ। সিয়ামের জন্য রমাদানের মাসের সাক্ষ্য দেয়ার ভিত্তিতে দায়িত্ব অর্পিত হয়।

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡکُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ ؕ وَ مَنۡ کَانَ مَرِیۡضًا اَوۡ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیۡدُ اللّٰهُ بِکُمُ الۡیُسۡرَ وَ لَا یُرِیۡدُ بِکُمُ الۡعُسۡرَ ۫ وَ لِتُکۡمِلُوا الۡعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىکُمۡ وَ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।(২:১৮৫)

হজ্জের ক্ষেত্রেও আহিল্লাহকে (হিলালসমূহকে / চোখে দেখা যাওয়ার মতো সরু চাঁদসমূহকে) মাওয়াক্বীত (মীক্বাতসমূহ / সময় নির্ণায়ক উপাদান) হিসাবে অবলম্বন করতে হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাবের ক্ষেত্রেও আহিল্লাহকেই মাওয়াক্বীত হিসেবে অবলম্বন করতে হয় (২:১৮৯, ৩৬:৩৯)। আহিল্লাহ শব্দটি হচ্ছে হিলাল শব্দের বহুবচন। হিলাল শব্দটির শব্দমূল হচ্ছে 'হা লাম লাম'। আল কুরআনে এ শব্দমূল থেকে গঠিত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো আহিল্লাহ (২:১৮৯:৩)।

অন্যটি হলো উহিল্লা (২:১৭৩:৯, ৫:৩:৮, ৬:১৪৫:২৬, ১৬:১১৫:৯)।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২:১৭৩)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۣ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۭ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۭ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ۭ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۭ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে- তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূঁজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের

উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫:৩)

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

বল, 'আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশ্ত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬:১৪৫)

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যে জন্তুর যবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬:১১৫)

উহিল্লা শব্দের অর্থ: 'উৎসর্গের ঘোষণা দেয়া'। সুতরাং আহিল্লাহ শব্দটির সাথেও উৎসর্গের ঘোষণার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। আহিল্লাহ সম্পর্কে বলা

হয়েছে এটিকে মানবজাতির জন্য (মাস চিহ্নিতকরণের সাধারণ সুবিধার জন্য) এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ধারণের উপায় বানানো হয়েছে। অর্থাৎ হজ্জের মাসসমূহকে চিহ্নিত করার হিলালসমূহকে হজ্জের ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এছাড়া হারাম মাসসমূহকে চিহ্নিত করার হিলাল সম্পর্কেও ঘোষণার বিষয় রয়েছে, যাতে সবাই হারাম মাসসমূহ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত থাকতে পারে। যেহেতু হারাম মাসসমূহ এবং হজ্জের মাসসমূহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গের প্রতীকবহ, তাই এর সাথে উৎসর্গেরও সম্পর্ক রয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উৎসর্গের ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত মাসের হিসাব শুরু ও শেষ করার সরু চাঁদের প্রেক্ষিতে সরু চাঁদকে (Crescent moon) হিলাল শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ সা. পরবর্তীতেও নাসী (হারাম মাসের রদবদল) হওয়ার প্রমাণ

বর্তমানে প্রচলিত ১২টি চান্দ্রমাসের যে চারটি মাসকে হারাম মাস হিসেবে দাবি করা হয় তাহলো, ১ম মাস (মুহাররম), ৭ম মাস (রজব), ১১শ মাস (জিলক্বদ) ও ১২শ মাস (জিলহজ্জ)। অথচ সূরা তাওবা ৯:১-৫ আয়াত এবং ৯:৩৬ আয়াত অনুসারে হারাম চারটি মাস পরস্পর সংলগ্ন/সন্নিহিত। এ থেকে স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর পরবর্তীতেও নাসী (হারাম মাসের রদবদল) হয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আল কুরআনের আলোকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনা (Natural phenomenon) পর্যবেক্ষণ করে হারাম মাসসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে। হারাম মাসসমূহসহ কুরআনে নির্দেশিত যেকোনো বিধানের বাস্তবরূপ থেকে কোনোভাবে বিচ্যুতি ঘটলে সেই বিচ্যুতি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে কুরআন, ভাষারীতিগত বিশ্লেষণ এবং বাস্তবতার জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে এবং এভাবে প্রকৃত স্বরূপকে উন্মোচন করা সম্ভব। কারণ আল্লাহ যিকর হিসেবে কুরআন

নাযিল করেছেন এবং তার হেফাযত করছেন। যিকর হেফাযতের বাস্তব দিক হচ্ছে আল কুরআনের শব্দের পাশাপাশি তার অর্থও হেফাযতে থাকা। কিন্তু অনুবাদগুলোতে কিছু অর্থ যে ঠিকভাবে আসেনি, গবেষণায় তা ধরা পড়ে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, সঠিক অর্থ প্রতিশব্দের মধ্যে রয়েছে, উপাদান হারিয়ে যায়নি, **এজন্যই কুরআনভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক অর্থ নির্ণয় সম্ভব।**

হারাম মাসসমূহ ও হজ্জের মাসসমূহ

হারাম মাসসমূহের সংখ্যা এবং নাম বা সময়গত অবস্থান বুঝার জন্য কিছু প্রাথমিক তথ্য

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুলম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (৯:৩৬)

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّ يُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা কাফিররা পথভ্রষ্ট হয়, তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখে। ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত দেন না। (৯:৩৭)

৯:৩৬-৩৭ আয়াত অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরু থেকে একটি বর্ষে (উল্লেখ্য কুরআন অনুসারে বর্ষ হিসেব করার ভিত্তি হলো সূর্য বা দিনের প্রকৃতি যেমন Spring Equinox থেকে Spring Equinox) ১২ টি চান্দ্রমাসের হিসাব আল্লাহর বিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম। ১২ টি চান্দ্রমাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে হারাম মাস তথা যুদ্ধবিরতির এবং বন্য প্রাণীর শিকার থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সংরক্ষিত মাস।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖۤ اِلَى الَّذِيۡنَ عٰهَدۡتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সে সব লোকের প্রতি মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (৯:১)

فَسِيۡحُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِى الۡكٰفِرِيۡنَ

সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থকারী। (৯:২)

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوۡمَ الۡحَجِّ الۡاَكۡبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىۡٓءٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ۙ وَ رَسُوۡلُهٗ ؕ فَاِنۡ تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَوَلَّيۡتُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে বড় হাজ্জের দিনে মানুষদের কাছে ঘোষণা দেয়া হল যে আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রসূলও। কাজেই এখন যদি তোমরা তাওবাহ কর, তাতে তোমাদেরই ভাল হবে, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীন-দুর্বল করতে পারবে না, আর যারা কুফরী করে চলেছে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (৯:৩)

اِلَّا الَّذِيۡنَ عٰهَدۡتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ثُمَّ لَمۡ يَنۡقُصُوۡكُمۡ شَيۡـًٔا وَّ لَمۡ يُظَاهِرُوۡا عَلَيۡكُمۡ اَحَدًا فَاَتِمُّوۡۤا اِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ اِلٰى مُدَّتِهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَّقِيۡنَ

তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (৯:৪)

فَاِذَا انۡسَلَخَ الۡاَشۡهُرُ الۡحُرُمُ فَاقۡتُلُوا الۡمُشۡرِكِيۡنَ حَيۡثُ وَجَدۡتُّمُوۡهُمۡ وَ خُذُوۡهُمۡ وَ احۡصُرُوۡهُمۡ وَ اقۡعُدُوۡا لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٍ ۚ فَاِنۡ تَابُوۡا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوۡا سَبِيۡلَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে

পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯:৫)

৯:১-৫ আয়াত অনুযায়ী, চারটি হারাম মাস একটির সাথে অন্যটি সন্নিহিত বা পরস্পর সংলগ্ন। ৯:৩৬ আয়াতেও হারাম মাসসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে মিনহা আরবায়াতুন হুরুমুন (সেগুলো থেকে/১২ মাস থেকে ধারাবাহিক ৪টি মাস হারাম)। এতে আরবায়াহ শব্দটির গঠনগত প্যাটার্ন এর কারণে এতে চারটি মাস ধারাবাহিক হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুলম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (৯:৩৬)

সাধারণভাবে ‘চার’ বুঝাতে আরবায়া শব্দ ব্যবহৃত হয় (২৪:৬, ২৪:৮)।

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

আর যারা নিজদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোন সাক্ষী নেই, তাহলে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।(২৪:৬)

وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ

আর তারা স্ত্রীলোকটি থেকে শাস্তি রহিত করবে, যদি সে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় তার স্বামী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (২৪:৮)

অন্যদিকে ধারাবাহিক বা গ্রুপবদ্ধ চার বুঝাতে আরবায়াহ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে (২:২২৬, ২:২৩৪, ২:২৬০, ৪:১৫, ২৪:৪, ২৪:১৩, ৯:২, ৯:৩৬)।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২:২২৬)

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করবে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমরা যা কর, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত। (২:২৩৪)

وَ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیۡ کَیۡفَ تُحۡیِ الۡمَوۡتٰی ؕ قَالَ اَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۡ ؕ قَالَ بَلٰی وَ لٰکِنۡ لِّیَطۡمَئِنَّ قَلۡبِیۡ ؕ قَالَ فَخُذۡ اَرۡبَعَۃً مِّنَ الطَّیۡرِ فَصُرۡهُنَّ اِلَیۡکَ ثُمَّ اجۡعَلۡ عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ مِّنۡهُنَّ جُزۡءًا ثُمَّ ادۡعُهُنَّ یَاۡتِیۡنَکَ سَعۡیًا ؕ وَ اعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ

আর যখন ইবরাহীম বলল 'হে, আমার রব, আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি'? সে বলল, 'অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়'। তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও। তারপর সেগুলোকে তোমার প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ে সেগুলোর টুকরো অংশ রেখে আস। তারপর সেগুলোকে ডাক, সেগুলো দৌড়ে আসবে তোমার নিকট। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। (২:২৬০)

وَ الّٰتِیۡ یَاۡتِیۡنَ الۡفَاحِشَۃَ مِنۡ نِّسَآئِکُمۡ فَاسۡتَشۡهِدُوۡا عَلَیۡهِنَّ اَرۡبَعَۃً مِّنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ شَهِدُوۡا فَاَمۡسِکُوۡهُنَّ فِی الۡبُیُوۡتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰىهُنَّ الۡمَوۡتُ اَوۡ یَجۡعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیۡلًا

আর তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে, তোমরা তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তাদেরকে ঘরের

মধ্যে আবদ্ধ রাখ যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের জীবন শেষ করে দেয়। অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ তৈরি করে দেন। (৪:১৫)

وَ الَّذِيۡنَ يَرۡمُوۡنَ الۡمُحۡصَنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَاۡتُوۡا بِاَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجۡلِدُوۡهُمۡ ثَمٰنِيۡنَ جَلۡدَةً وَّ لَا تَقۡبَلُوۡا لَهُمۡ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক। (২৪:৪)

لَوۡ لَا جَآءُوۡ عَلَيۡهِ بِاَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذۡ لَمۡ يَاۡتُوۡا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ هُمُ الۡكٰذِبُوۡنَ

তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসল না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। (২৪:১৩)

فَرِحَ الۡمُخَلَّفُوۡنَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلٰفَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوۡۤا اَنۡ يُّجَاهِدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَ اَنۡفُسِهِمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ قَالُوۡا لَا تَنۡفِرُوۡا فِى الۡحَرِّ ؕ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوۡ كَانُوۡا يَفۡقَهُوۡنَ

পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, 'তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না'। বল, 'জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত'। (৯:৮১)

৯:৮১ আয়াত অনুসারে হারাম মাসসমূহ শেষ হওয়ার পর যখন মু'মিনরা যুদ্ধাভিযানে বের হচ্ছিল তখন ছিল প্রচন্ড গরমের সময়। সুতরাং হারাম মাসসমূহ সবচেয়ে গরম মাসের পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছিলো।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَاۤءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯:২৮)

৯:২৮ আয়াত অনুযায়ী, ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবারে যে মুশরিকরা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি বা যে মুশরিকরা ইতোমধ্যে চুক্তি লংঘন করেছে তাদের যে হারাম চারমাসের অবকাশ দেয়া হলো এবং অন্য যারা আল মাসজিদুল হারামের প্রাঙ্গনে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে ও পরবর্তীতে তা লংঘন করেনি তাদেরকে চুক্তিকাল পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির অবকাশ দেয়া হলো, এ সময়কালের সমাপ্তিকে 'আমিহিম হাযা' তথা 'আরববাসীদের গণনাপদ্ধতির সে বছরের চান্দ্রবর্ষ / চান্দ্রসৌরবর্ষ" শেষ হওয়া, যার পরে তার আর আল মাসজিদুল হারামের কাছে আসার অবকাশ নেই - হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর হজ ও উমরা আল্লাহর জন্য পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা আটকে পড় তবে যে পশু সহজ হবে (তা যবেহ কর)। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে তবে

সিয়াম কিংবা সদাকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দেবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, তবে যে পশু সহজ হবে, তা যবেহ করবে। কিন্তু যে তা পাবে না তাকে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাবদানে কঠোর। (২:১৯৬)

২:১৯৬ অনুযায়ী হজ্জের মাসসমূহ নির্ধারিত এবং কেউ হজ্জের মাসের আগে তামাত্তায়া বিল উমরাতি ইলাল হাজ্জি তথা হজ্জ পর্যন্ত উমরাহ সম্পন্ন করতে পারবে, অর্থাৎ কেউ হজ্জের মাসের আগে পৌঁছে গেলে সে উমরাহ করতে পারে। এ আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট যে উমরাহ হচ্ছে হজ্জের মাস ছাড়া অন্য মাসে। উমরাহর মাধ্যমে আল বায়তুল হারামের আবাদ বা এর কার্যকারিতা সতেজ থাকে।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ

*হজের সময় নির্দিষ্ট **মাসসমূহ**। অতএব এই **মাসসমূহে** যে নিজের উপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। আর তোমরা ভাল কাজের যা কর, আল্লাহ তা জানেন এবং পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর। (২:১৯৭)*

২:১৯৭ অনুযায়ী হজ্জের মাসসমূহ নির্ধারিত। হজ্জের মাসসমূহ যা ৩ মাসের কম এবং ৪ মাসের বেশি হতে পারে না, কারণ হারাম মাসের

সংজ্ঞা অনুসারে হজ্জের মাসসংখ্যা হারাম মাস সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারে না, বিষয়টি সামনের আলোচনায় আরো স্পষ্ট হবে।

قَالَ اِنِّیۡۤ اُرِیۡدُ اَنۡ اُنۡکِحَکَ اِحۡدَی ابۡنَتَیَّ هٰتَیۡنِ عَلٰۤی اَنۡ تَاۡجُرَنِیۡ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنۡ اَتۡمَمۡتَ عَشۡرًا فَمِنۡ عِنۡدِکَ ۚ وَ مَاۤ اُرِیۡدُ اَنۡ اَشُقَّ عَلَیۡکَ ؕ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ

সে বলল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরী করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সেটা তোমার পক্ষ থেকে (অতিরিক্ত)। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে'। (২৮:২৭)

২৮:২৭ আয়াতে উল্লেখিত ঘটনায় নবী মূসার সাথে তাঁর শ্বশুর যে চুক্তি করেছিলেন তার মেয়াদ ছিল আট বা দশ হিজাজ। হিজাজ শব্দটি হচ্ছে হিজজাহ শব্দের বহুবচন। হিজজাহ হচ্ছে হিজ্জ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। অন্যদিকে হিজ্জ হচ্ছে হজ্জ শব্দের প্রতিশব্দ। আর হিজ্জাহ দ্বারা একটি সম্পূর্ণ হজ্জ মওসুমকে বুঝায়। হিজজাহ অর্থ হজ্জ মওসুম এবং হিজাজ অর্থ হজ্জ মওসুমসমূহ। ২৮:২৭ আয়াতে হজ্জ মওসুমকে বর্ষ গণনার একক হিসেবে ধরা হয়েছে বিধায় সাধারণ 'আট বর্ষ' শব্দ দ্বারা আট হিজাজ শব্দের অনুবাদ করা হয়। নবী মূসা সেখানে হজ্জ মওসুমে বা তার অব্যবহিত পরে গিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর কাছে ৮ বা ১০ বছরের চুক্তির প্রস্তাবনা পেশা করার ক্ষেত্রে পরবর্তী বছরগুলোকে সহজেই হজ্জ মওসুমের সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া সে সময় হজ্জের সাথে সম্পর্কিত করে বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে হজ্জ মওসুমে ব্যবসায় কাফেলার বাণিজ্য সফর একটি প্রধান কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

৯:৩৬-৩৭ আয়াত অনুযায়ী, নাসী তথা প্রত্যেক ১২টি চান্দ্রমাসের মধ্যে ৪টি হারাম মাস পালনের ক্ষেত্রে হারাম মাসের হিসাব স্থগিতকরণ বা মূলতবীকরণের মাধ্যমে হারাম মাসের স্থানচ্যুতি বা রদবদলের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার লঙ্ঘন তথা কুফর বৃদ্ধি পায়। আল মাসজিদুল হারামের ব্যবস্থাপনায় থাকা মুশরিকরা কোনো কোনো বর্ষে হারাম মাসকে স্থগিত করে পরবর্তীতে অন্য একটি হালাল মাসকে হারাম মাস ঘোষণা দিয়ে হারাম মাসের স্থানচ্যুতি ঘটাতো কিন্তু হারাম চার মাসের মাসসংখ্যা ঠিক রাখতো। এভাবে তারা নাসী তথা হারাম মাসের স্থানচ্যুতি বা রদবদল ঘটাতো। **আল্লাহ এই নাসীর অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করেছেন।** নাসী করার কারণ ছিলো নিজেদের সুবিধামতো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে হারাম মাসে যুদ্ধ বিরতি না করতে চাওয়া এবং অন্য কোনো মাসকে যুদ্ধ বিরতির মাস হিসেবে রদবদল করে নিয়ে হারাম মাসের সংখ্যা ঠিক রাখার মাধ্যমে হারাম মাসের বিধান লংঘন করেও অভিযোগ থেকে নিজেদেরকে দায়মুক্তকরন।

প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে হারাম মাসসমূহ ও হজ্জের মাসসমূহ সম্পর্কে মানুষ পরিজ্ঞাত হতে পারতো এবং এভাবে চিহ্নিত সময়সীমাকে আল মাসজিদুল হারামের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের ঘোষিত সময়সীমা জেনে নিয়ে তার সাথে সমন্বিত করা কঠিন বিষয় ছিল না। কিন্তু যদি হঠাৎ করে পূর্বঘোষিত কোনো হারাম মাসকে হালাল ঘোষণা দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে সম্পর্কহীন কোনো মাসকে তার বদল হিসেবে নতুন ঘোষণা জারি করা হয় তথা নাসী করা হয় তাহলে তা সর্বজনীনভাবে পরিজ্ঞাত বিষয় হওয়া কোনো সহজ ও স্বাভাবিক বিষয় হতো না। এছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত হারাম মাসগুলোকে হারাম (সংরক্ষিত) হিসেবে পালনের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হতো। তাই নাসীকে একটি বাড়তি কুফর বা ন্যায়সঙ্গত প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যাখ্যান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হারাম মাসসমূহের তাৎপর্য এবং এতে সিয়াম ও হজ্জের সম্পর্ক

হারাম মাসসমূহ বলতে সেই মাসসমূহকে বুঝায় যে মাসসমূহকে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা অনুসারে মানবজাতির জন্য কোনো বিষয়কে হারাম বা অসিদ্ধ/নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করে মাসগুলোকে তা থেকে বিরত থাকার জন্য সংরক্ষিত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। হারাম মাসসমূহে কী থেকে বিরত থাকতে হবে সেই নির্দেশনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সেগুলোতে বন্য পশু শিকার বা নিধন করা হারাম এবং যুদ্ধ করা হারাম (ব্যতিক্রম হচ্ছে কোনো পক্ষ যুদ্ধ বিরতির এ আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে হামলা করে বসলে আক্রান্ত পক্ষ কর্তৃক প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ)। এটি বিশ্বজনীন যুদ্ধবিরতির (global ceasefire) সময়। রমাদানের মাসের নাম আল কুরআনে উল্লেখিত একটিমাত্র মাসের নাম হলেও এ মাসে যা করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো সিয়াম। এছাড়া এ মাসে কুরআন নাজিল হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের

সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।(২:১৮৭)

যদি এ মাসে হজ্জ করার বিধান থাকতো তবে একই আয়াতে (২:১৮৭) বা কোনো না কোনো আয়াতে তা উল্লেখ করা হতো। এছাড়া যেহেতু হজ্জের জন্য একাধিক মাস আছে সেহেতু রমাদানের মাসে হজ্জ করতে হবে এমনটি জরুরিও হয় না। অন্যদিকে রমাদানের মাসে হজ্জ করতে হলে হজ্জকারীকে হজ্জের সফর উপলক্ষে রমাদানের সিয়াম স্থগিত করতে হয়। একটি বিধান পরিপালনের জন্য অন্য একটি বিধানকে যথাসময়ে পালন করা অসম্ভব হওয়ার মতো করে দুটি বিধান দেয়া যৌক্তিক বলা যায় না এবং আল্লাহ তা দেননি।

এছাড়া রমাদানে হজ্জ করলে হারাম এলাকার বাহির থেকে আসা হাজীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে সিয়াম পালন করার প্রয়োজন হবে (২:১৯৬), যেহেতু সফর উপলক্ষে রমাদানের সিয়াম পালন স্থগিত হয় (২:১৮৫) সেহেতু রমাদানে হজ্জের জন্য সফরকারীকে আবার রমাদানেই হজ্জের তিন দিন সিয়াম পালন করার বিধান দেয়া পরস্পর বিপরীত হয়। অন্য কথায়, রমাদানের সিয়ামের ক্ষেত্রে যদি কেউ সফরে থাকে তাদেরকে ছাড়

দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের অতিরিক্ত কষ্ট না হয়। অথচ ২:১৯৬ আয়াত অনুযায়ী সফরকারী হওয়া সত্ত্বেও হজ্জের মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে (হজ্জের অনুষ্ঠানাদির পালনের পাশাপাশি) সিয়ামের বিধান দেয়া হয়েছে।

তাই এ থেকে বুঝা যায় যে, হারাম চারমাসের প্রথম মাস তথা রমাদান মাসে সিয়াম হবে, হজ্জ নয়। এটিও প্রমাণ করে রমাদানে সিয়াম হওয়ার কথা নয়। এছাড়া তাদের জন্য হজ্জ থেকে বাড়িতে ফেরার পর যে সাতটি সিয়াম যদি রমাদানেই হজ্জ হয় তবে সেক্ষেত্রে তারা কি বাড়ি ফিরে রমাদানের বাকি সিয়াম পালন করবে নাকি ঐ সাতটি সিয়াম পালন করবে সে দ্বান্দ্বিকতা তৈরি হয়। এটিও প্রমাণ করে যে, রমাদানে হজ্জ নয়। তবে যেহেতু হজ্জের মাসগুলো ছাড়া অন্য যে কোনো মাসে উমরাহ করা যেতে পারে, তাই কেউ উমরাহ পালন করতে চাইলে তা করতে পারে। কারণ রমাদানে উমরাহ করতে পারবে না, আল্লাহ এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। এমনকি কেউ রমাদানের আগেই উমরা করে একই সফরে রমাদান পরবর্তীতে হজ্জের মাসে হজ্জও করতে পারে। এছাড়া যে আয়াতে রমাদানের মাসের পরিচয় দেয়া হয়েছে (২:১৮৫) তাতে রমাদানের মাসে সিয়াম পালন করতে বলা হয়েছে, হজ্জ পালন করতে বলা হয় নি। তাই হারাম চারমাসের একটি সিয়ামের জন্য এবং অন্য তিনটি হজ্জের জন্য এটি নির্ধারিত হয়ে যায়।

২:১৯৬ আয়াত অনুযায়ী হারাম এলাকার বাহির থেকে আগত যেসব হাজীর উপর হজ্জের সময়কার সিয়ামের বিধান প্রযোজ্য হবে তারা বাড়ি ফিরে সাতটি সিয়াম পালনের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয় যে, রমাদানের মাস হজ্জের মাসসমূহের মাঝে বা শেষে হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে বাড়ি ফিরার পরে রমাদান মাস পড়লে তাতে রমাদানের বিধিবদ্ধ সিয়াম পালনের বিষয় রয়েছে। এমতাবস্থায় দুটি নির্দেশ পরস্পর সাংঘর্ষিক

হতো। সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট যে, হারাম চারমাসের মধ্যকার শেষ তিনটি মাস হচ্ছে হজ্জের মাস এবং তার আগের মাসটি হচ্ছে রমাদান মাস বা সিয়ামের মাস।

৯:৩ আয়াতে 'ইয়াওমাল হাজ্জিল আকবারে' বা 'শ্রেষ্ঠ হজ্জের দিনে' যে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেয়া হলো তা থেকে চারমাসের অবকাশ ধরা হলে হারাম চারমাসের প্রতিটিই হজ্জের মাস হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, হারাম চারমাসে বিচরণ করার অবকাশের কথা বলা হয়েছিলো ৯:২ আয়াতে, তা ৯:৩ আয়াতে নেই। অন্যকথায় সূরাটি যখন নাজিল হয় তখনই হারাম চারমাসের অবকাশের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তখনি হজ্জের মাস শুরু হয়ে যেতে হবে এমনটি জরুরি নয়। বরং তার পরবর্তী মাসে তথা একমাস অতিক্রম হওয়ার পরে শুরু হওয়া 'ইয়াওমাল হাজ্জিল আকবারে' বা 'শ্রেষ্ঠ হজ্জের দিনে' যখন মানবজাতির সমাবেশ ঘটবে তখন মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কমুক্ততার এবং হারাম মাসসমূহ পর্যন্ত মুশরিকরা অবকাশ পাওয়ার ঘোষণা বিঘোষিত করার নির্দেশ রয়েছে। এমতাবস্থায় সূরাটি নাজিলের প্রথম থেকে তারা চারমাসের অবকাশ পেয়েছে এবং হজ্জের সময় মানবজাতির উদ্দেশ্য করে এ বিষয়ক ঘোষণা বিঘোষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হজ্জের সময় থেকে শুরু করে চারমাসের অবকাশ জরুরি নয়। অন্য কথায়, হজ্জের মধ্যকার ঘোষণার দিন থেকে নয়, বরং চারমাসের অবকাশ আরো আগেই শুরু হয়েছে তথা আয়াতগুলো নাজিলের সাথে সাথে শুরু হয়েছে, এবং হজ্জের মধ্যকার ঘোষণার দিন হারাম মাসসমূহ বর্তমান থাকা পর্যন্ত অবকাশের ঘোষণা জানানো হয়েছে।

উপরিউক্ত অনুসিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ হলো, রমাদানের মাস নির্ণয়ের প্রাকৃতিক উপায়, হারাম চার মাস, হজ্জের পরিজ্ঞাত মাসসমূহ

হারাম মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়া- এ তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতীয়মান হয় যে, রমাদানের মাস থেকে হারাম মাসসমূহ শুরু হয়, আবার রমাদানের মাসে সিয়াম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে হজ্জের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি।

হজ্জের মাসসমূহের পরিবর্তে একটি মাসে হজ্জকে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত কিনা

২:১৯৭ আয়াত অনুযায়ী হজ্জের মাসসমূহ সুপরিজ্ঞাত। আবার আয়াতটি অনুসারে, যে এ মাসগুলোর মধ্যে কোনো মাসে হজ্জ করা স্থির করে সে যেন তা করতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুতরাং নির্বাহী সিদ্ধান্তক্রমে হজ্জের মাসসমূহ থেকে মাত্র একটি মাসে হজ্জকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। কারণ নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যেখানে সাংবিধানিক কোনো ধারা প্রদান না করে বরং নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ রাখা হয় সেক্ষেত্রে। কিন্তু যেক্ষেত্রে সাংবিধানিক ধারা বর্তমান থাকে সেক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোনো নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানে হলো সাংবিধানিক ধারাকে লংঘন করা। নির্বাহী সিদ্ধান্তক্রমে যা নির্ধারণ করা যাবে তা হলো: হারাম মাসসমূহের প্রত্যেক মাসের কোন সময়টিতে হজ্জ সংঘটিত হবে তা নির্ধারণ করা। যদি হারাম তিনটি মাসের প্রতিটিতে হজ্জের নিয়ম পুন:প্রবর্তিত হয় তাহলে একই মাসে হজ্জ করার কারণে বিপুল জনসমাগমের ফলে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ও দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয় তা হ্রাস পাবে। যদি কোনো বর্ষে বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে বা জরুরি অবস্থাবশত একটিমাত্র মাসে হজ্জের ব্যবস্থা করা হয় বা আদৌ হজ্জের ব্যবস্থা করা না যায়, সেটি ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রমকে সাধারণ অবস্থায় পরিণত করা সঠিক নীতি নয়, কারণ সেক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম থাকে না। তাই সাধারণভাবে হজ্জের তিনমাসের প্রতিটিতে হজ্জের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার (শ্রেষ্ঠ হজ্জের দিন, সবচেয়ে বড় গুরুত্ববহ হজ্জের দিন) (৯:৩)

ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার হচ্ছে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীনতার মহাঘোষণার দিন। এখানে দিন শব্দটি একবচন হলেও হজ্জের দিন শুধু একটি নয়, বরং তিন মাসের দিনসমূহে হজ্জ সম্পাদিত হবে। ২:১৯৬ আয়াত অনুসারে হজ্জকারীর জন্য হজ্জের সাধারণ সময়সীমা হচ্ছে ১০ দিন।

যেহেতু ঘোষণাটি হজ্জের প্রথম মাসের কোন একটি দিনে দেওয়া হবে এবং যেদিন দেয়া হবে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে সে দিনটি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে 'ঘোষণার দিন' হিসেবে, তাই একবচন ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা হজ্জের সাথে সম্পর্কিত হয়ে নির্দিষ্ট হয়েছে। হজ্জ মানেই হজ্জে আকবর এবং উমরাহ হচ্ছে হজ্জে আসগর এ কথা কুরআনে নেই। তাই খুব সহজ সমীকরণ হচ্ছে, যে হজ্জের একটি দিনে ঘোষণাটি দেয়া হবে সে হজ্জটিই হজ্জে আকবর। অর্থাৎ এ হজ্জের পূর্ববর্তী হজ্জগুলোর তুলনায় এ হজ্জটি সবচেয়ে বড় গুরুত্ববহ হজ্জ। কারণ এ হজ্জে এ ঘোষণাটি বিঘোষিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এর মাধ্যমে তাওহীদপন্থীদের সাথে মুশরিকদের চিরন্তন ব্যবধান প্রতিস্থাপিত হয়েছে। হজ্জ মানবজাতির জন্য, শর্ত হলো মুশরিক না হওয়া। কারণ আল মাসজিদুল হারাম একমাত্র আল্লাহর উপাসনার জন্য, শিরকের জন্য নয়। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, আয়াতটি নিজেই নিজের ব্যাখ্যাকে ধারণ করে।

হারাম মাসের হারাম বিষয়

৫:৯৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হারাম মাসসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে। হারাম মাসসমূহ হারাম

হওয়ার কারণ এতে এমন কিছু বিষয় হারাম যা অন্যমাসে সাধারণভাবে সেভাবে হারাম নয়। হারাম মাসের যথাযথ বাংলা অর্থ হচ্ছে সংরক্ষিত মাস। অর্থাৎ যে মাসকে কোনো বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

হারাম মাসসমূহের হারাম বিষয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সাধারণ (Common) হারাম এবং (২) অস্বাভাবিক (Uncommon) হারাম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

সাধারণ হারাম বিষয়

হারাম মাসসমূহের সাধারণ হারাম বিষয় দুইটি। নিম্নে বিষয় দুইট আলোচনা করা হলো।

বন্য পশু-পাখির সংরক্ষণ

এ মাসগুলোতে বন্য পশু পাখি শিকার করা যাবে না। অর্থাৎ এ মাসগুলো হচ্ছে বন্য পশু পাখির সংরক্ষণের জন্য (animal conservation and nature preservation) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস, এ সময়কালে বন্য পশু পাখি শিকার করলে তাদের বংশধারা ব্যাহত হবে এবং পশু-পাখির প্রতি অনধিকার চর্চা করা হবে। বন্য পশু পাখির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাস হওয়ার (তথা বন্য পশু পাখিকে শিকার করা থেকে বিরত থাকার) স্বাভাবিক তাৎপর্য বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ হচ্ছে এ সময়কালটি পশু-পাখির সাধারণ প্রজননকাল।

হারাম মাসসমূহে বন্য পশু-পাখি শিকার করার জরিমানা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান দেন।(৫:১)

আমরা যখন হারাম মাসসমূহে অবস্থান করি সে অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ‘আনতুম হুরুমুন’ (৫:১, ৫:৯৫) এবং যতক্ষণ আমরা এ ‘হুরুমুন’ অবস্থায় থাকি তা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘মা দুমতুম হুরুমান’ (৫:৯৭) হুরুমুন অবস্থায় তথা হারাম মাসসমূহে (বসন্তের প্রথম মাস থেকে ক্রমাগত চারটি মাস) জলভাগের শিকার হালাল কিন্তু স্থলভাগের শিকার হালাল নয়। যদি কেউ ‘হুরুমুন’ অবস্থায় স্থলভাগের শিকার করে তবে তার ক্ষেত্রে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَ مَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না এবং যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হল যা হত্যা করেছে, তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু,

যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক- কুরবানীর জন্তু হিসাবে কা'বায় পৌঁছতে হবে। অথবা মিসকীনকে খাবার দানের কাফফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫:৯৫)

বিধিবদ্ধ যুদ্ধ বিরতি

এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না। অর্থাৎ এ মাসগুলোকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি হিসেবে বিধিবদ্ধ যুদ্ধ বিরতির মাস হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। হারাম মাসসমূহের এ বিধিবদ্ধ যুদ্ধবিরতির আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উপায় এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ার বাস্তবভিত্তিক আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি। প্রতি বৎসর ধারাবাহিকভাবে চারটি মাসকে বিধিবদ্ধ যুদ্ধবিরতির মাস হিসেবে কার্যকর করলে মানবজাতি যেমন এ মাসগুলোতে যুদ্ধের বিভিষিকা থেকে মুক্ত থাকবে, তেমনি যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে যারা বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়েছিল তারা নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাবে। এছাড়া এ যুদ্ধ বিরতির মাসগুলোতে বিবদমান পক্ষগুলো পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার জন্য সুযোগ পাবে, যার ফলে পরবর্তী যুদ্ধের সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে এবং মানবজাতি যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির পরিবেশ পাবে।

হারাম মাসসমূহে আক্রান্ত পক্ষকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার যৌক্তিকতা ও যুদ্ধনীতি

যদি কোনো পক্ষ হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ বিরতির এ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নীতি অনুসরণ না করে অন্য পক্ষের উপর হামলা চালিয়ে বসে তাহলে আক্রান্ত পক্ষকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, তারা ঐ হারাম মাসেই এর কিসাসস্বরূপ পাল্টা হামলা করতে পারবে তথা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে পারবে। তবে তাদেরকে অবশ্যই বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, আক্রমণকারীদেরকে তাদের অনুরূপ জবাব দেয়া যাবে, কিন্তু প্রতিহত করতে পারলে আক্রমণকারী পক্ষের যারা আক্রমণের সাথে জড়িত ছিল না তাদের উপর হাত তোলা যাবে না।

অস্বাভাবিক হারাম বিষয়

অস্বাভাবিক হারাম বিষয় বলতে বুঝায় যে হারাম বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হারাম মাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অস্বাভাবিক রাম বিষয়গুলো আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা (ক) রমাদানের মাসের হারাম বিষয়। (খ) হজ্জের মাসসমূহের হারাম বিষয়।

রমাদানের মাসের হারাম বিষয়

রমাদানের মাসে সিয়াম পালন করলে সিয়াম পালনকারীর উপর দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রীমিলন হারাম। এছাড়া রমাদানে মাসজিদে এ'তেকাফ করলে এ'তেকাফকারীর উপর এ'তেকাফকালের দিনগুলোতে রাতের বেলায়ও স্ত্রীমিলন হারাম থাকে। এভাবে প্রতিবর্ষে বিধিবদ্ধ সিয়াম পালনের মাধ্যমে একটি মাসে সিয়াম পালনকারীদের জন্য কিছু বিষয় হারাম হিসেবে প্রযোজ্য হয় বিধায় হারাম মাসসমূহের মধ্যকার রমাদানের

মাসকে কুরআন নাযিলের ও বিধিবদ্ধ সিয়াম পালনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

হজ্জের মাসসমূহের হারাম বিষয়

(২:১৯৭) অনুসারে রমাদান মাসের পরবর্তী তিনটি হারাম মাস হচ্ছে হজ্জের মাসসমূহ। হজ্জের যে কোনো মাসে হজ্জ করলে হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য প্রথম পা ফেলা থেকে হজ্জ সম্পর্কিত হারাম অবস্থা শুরু হয় এবং হজ্জের শেষ কর্মসূচী হিসেবে আল মাসজিদুল হারামের কাছে অন্তত দুইদিন অবস্থানের পর হজ্জ শেষ করে ফিরে যাওয়ার জন্য ফিরতি যাত্রার মাধ্যমে হজ্জ সম্পর্কিত হারাম অবস্থা শেষ হয়। হজ্জ সম্পর্কিত হারাম অবস্থায় দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতা, ঝগড়া ও বিধান লংঘনমূলক কিছু (ফাসেকি) করা যাবে না।

হারাম মাস ও বর্ষপঞ্জি বিষয়ক

চন্দ্রের মনজিলের মাধ্যমে তথা হিলাল থেকে হিলাল এর এক চক্রের মাধ্যমে কোনো চান্দ্রমাস শেষ হয়ে অন্য চান্দ্রমাস শুরু হওয়ার বিষয়টির লক্ষণ সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় তথা মাশহূর হয় বিধায় চান্দ্রমাসের নামকরণ করা হয়েছে 'শাহর'। যেহেতু চান্দ্র মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হয় এবং এ দুটি সংখ্যার মধ্যে ৩০ একটি রাউন্ড ফিগার এবং গড় হিসাব করলে ২৯ দিনের বেশি হওয়ায় প্রায় ৩০ দিন বলতে হয়, তাই যখন সাধারণভাবে মাস বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তখন ৩০ দিন বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মাসের মূল হিসাবটি কিন্তু কোন ভিত্তি ছাড়া ৩০ দিনে একমাস এ হিসাব নয়, বরং চান্দ্রমাসের হিসাবের ভিত্তির উপরই এ হিসাব প্রতিষ্ঠিত। শাহর শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে ৩০ দিনের এক মাস বুঝায় এবং চান্দ্রবর্ষের এক মাস বা চান্দ্রমাস বুঝায়। আল কুরআনে ২৯ বা ৩০

দিনের চান্দ্রমাস (প্রাকৃতিক পঞ্জিকা মাস) এবং যে কোনো একটি দিন থেকে শুরু করে ৩০ দিনে ১ মাস হিসাবে হিসাবকৃত মাস উভয় ক্ষেত্রে 'শাহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২:১৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি সিয়াম পালনে অতিকষ্টে সক্ষম সে সিয়াম পালন না করলে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। (২:১৮৪)

৫৮:৪ আয়াতে যিহারের কাফফারা হিসেবে বলা হয়েছে,

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

কিন্তু যে তা পাবে না, সে লাগাতার দু'মাস সিয়াম পালন করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে (এরূপ করার) সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। এ বিধান এ জন্য যে, তোমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন।

আর এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৫৮:৪)

এখানে দেখা যাচ্ছে দুই মাসের সিয়ামের পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ২ মাস = ৬০ দিন বা ১ মাস = ৩০ দিন হিসেবে প্রতি সওমের বদলে একজন মিসকীন খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। এ সিয়াম ও মিসকীনের এ সংখ্যাসাম্যের প্রসংগটি উল্লেখ করে ইহরাম অবস্থায় স্থলভাগের শিকার বধ করার কাফফারা হিসেবে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَ مَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না এবং যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হল যা হত্যা করেছে, তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক- কুরবানীর জন্তু হিসাবে কা'বায় পৌঁছতে হবে। অথবা মিসকীনকে খাবার দানের কাফফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।(৫:৯৫)

অর্থাৎ জরিমানা (জাযা) হিসেবে বধকৃত পশুর অনুরূপ গবাদি পশু কা'বায় পৌঁছাতে না পারলে কাফফারা হিসেবে সেটার সমমূল্যে যতজন মিসকীনকে মধ্যমমানে খাওয়ানো যেতে পারে ততজনকে খাওয়াতে হবে অথবা ততসংখ্যক সিয়াম পালন করতে হবে। সুতরাং ৫৮:৪ আয়াতে বর্ণিত দুই মাসের সিয়ামের বদলে ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানো বলতে প্রতি সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো বুঝায় এবং ১ মাস = ৩০ দিন বুঝায়।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের ব্যাপারে, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখে না তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের কসমের কাফফারা, যদি তোমরা কসম কর, আর তোমরা তোমাদের কসম হেফাযত কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর। (৫:৮৯)

এক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে ৫:৮৯ আয়াতে বর্ণিত তথ্য সিয়ামসংখ্যা ও মিসকীন সংখ্যার মধ্যে সমতার প্রশ্নে সরল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগকে রহিত করে কিনা সেটাও বিবেচ্য। ৫:৮৯ আয়াতে দৃঢ় বন্ধনযুক্ত শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা হিসেবে তিনটি বিকল্প দেয়া হয়েছে (১) দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো বা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দেয়া (২) অথবা একজন দাস মুক্ত করা (৩) তা না পারলে তিন দিন সিয়াম পালন করা। শেষে আবার এ কথার উপর জোর দেয়া হয়েছে যে, এটা শপথ দৃঢ় শপথ ভঙ্গের কাফফারা। এ আয়াতে দেখা যায় যে, দশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোর পরিবর্তে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটি একটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো বা ধারাবাহিক দুইমাস সিয়ামের পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো বা মিসকীন সংখ্যা ও সিয়াম সংখ্যার সমতার সাথে সঙ্গতিশীল নয়। তাই ষাটজন মিসকীনের বিপরীতে দুই মাস বলতে ষাট দিন বুঝার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য কিনা সে প্রশ্নটি আসে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ৫:৮৯ আয়াতে প্রথমে তিন দিন সিয়ামের কথা বলে তা না পারলে দশজন মিসকীনকে খাওয়ানোর কথা বলা হয়নি। বরং প্রথমেই দশজন মিসকীনকে খাওয়ানোর প্রসঙ্গ এসেছে, তারপর দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে এসেছে কোনো দাসকে মুক্ত করে দেয়া এবং তা সম্ভব না হলে তিন দিনি সিয়াম পালন করার কথা বলা হয়েছে এবং এটিকে আদল বা 'মিসকীন সংখ্যার সম সংখ্যা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি, যা ৫:৯৫ আয়াতে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার এক্ষেত্রে আগে সিয়াম পালনের সময়সীমা চিহ্নিত করে পরে তা না পারলে মিসকীন খাওয়ানোর কথাও বলা হয়নি, যা ২:১৮৪ আয়াত ও ৫৮:৪ আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দৃঢ় শপথ ভঙ্গের কাফফারার বিধানস্বরূপ যে বিকল্প দেয়া হয়েছে তাতে সংখ্যাগত সমতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি, বরং সাধারণভাবে কিছু বিকল্প দেয়া হয়েছে যার মধ্য থেকে যে কোনোটি অবলম্বন করা যেতে

পারে। অন্যদিকে ২:১৮৪, ৫:৯৫ ও ৫৮:৪ আয়াতে সংখ্যাগত সমতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যকথায় যখন সংখ্যাগত সমতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় বা যখন কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমায় সিয়ামের বিধানকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে তা না পারলে মিসকীনকে খাওয়ানোর বিকল্প দেয়া হয়, তখন তাতে উল্লেখিত মিসকীন সংখ্যা দ্বারা ঐ সময়সীমাতে থাকা দিনসংখ্যা নির্ণয় করা যায়।

৯:৩৬ আয়াত অনুযায়ী একটি সৌরবর্ষে ১২টি পূর্ণ চন্দ্র চক্র বা ১২টি চান্দ্রমাস রয়েছে। আর সাধারণভাবে চান্দ্রমাস হয়ে থাকে ২৯ বা ৩০ দিনে। ৫৮:৪ আয়াত অনুযায়ী দুটি শাহর বা 'মাসের' (যা চান্দ্রমাস নয়, বরং যে কোনো একটি দিন থেকে শুরু করে একটি মাস পূর্ণ করার অর্থ বুঝায়) সিয়ামের পরিবর্তে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো যেতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শাহর মানে 'যে কোনো একটি দিন থেকে শুরু করে ধারাবাহিক ত্রিশ দিনের সমষ্টি'। অর্থাৎ আল কুরআনে যখন ক্যালেন্ডার মাস না বুঝিয়ে সাধারণভাবে মাস বুঝানোর জন্য শাহর শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শাহর বা মাস বলতে ৩০ দিনকে বুঝায়। যেসব আয়াতে শাহর বা তার বহুবচন আশহার ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণভাবে মাস (৩০ দিনের যোগফল) বুঝাতে সেগুলো হলো : ২:২২৬, ২:২৩৪, ৪:৯২, ৩৪:১২, ৪৬:১৫, ৫৮:৪, ৬৫:৪, ৯৭:৩।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২:২২৬)

وَ الَّذِيۡنَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنۡكُمۡ وَ يَذَرُوۡنَ اَزۡوَاجًا يَّتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّ عَشۡرًا ۚ فَاِذَا بَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا فَعَلۡنَ فِىۡۤ اَنۡفُسِهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করবে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমরা যা কর, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত। (২:২৩৪)

وَ مَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ اَنۡ يَّقۡتُلَ مُؤۡمِنًا اِلَّا خَطَـئًا ۚ وَ مَنۡ قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـئًا فَتَحۡرِيۡرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهۡلِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ يَّصَّدَّقُوۡا ؕ فَاِنۡ كَانَ مِنۡ قَوۡمٍ عَدُوٍّ لَّكُمۡ وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَتَحۡرِيۡرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٍ ؕ وَ اِنۡ كَانَ مِنۡ قَوۡمٍۢ بَيۡنَكُمۡ وَ بَيۡنَهُمۡ مِّيۡثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهۡلِهٖ وَ تَحۡرِيۡرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةٍ ۚ فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ ۙ تَوۡبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا

আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে

যদি না পায় তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৪:৯২)

وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۭ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۭ وَ مَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ

আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যা সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। আর কতিপয় জিন তার রবের অনুমতিক্রমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয় তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করাব। (৩৪:১২)

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার

মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'। (৪৬:১৫)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۭ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

কিন্তু যে তা পাবে না, সে লাগাতার দু'মাস সিয়াম পালন করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে (এরূপ করার) সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। এ বিধান এ জন্য যে, তোমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৫৮:৪)

وَ الّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۭ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۭ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবর্তী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও হবে তিন মাস। আর গর্ভধারিনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। (৬৫:৪)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (৯৭:৩)

পক্ষান্তরে আল কুরআনে চান্দ্রবর্ষের ন্যাচারাল ক্যালেন্ডার মাস (চন্দ্রের তিথি হিসেবে ২৯ বা ৩০ দিন এবং "যে কোনো দিন থেকে মাস শুরু নয়, বরং হিলাল থেকে মাস শুরু"- এই পদ্ধতি হিসেবে) বুঝাতেও শাহর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ সম্পর্কিত শাহর বা তার বহুবচন আশহার এবং শুহুর (বছরের/ গণনাচক্রের সকল মাসকে একসাথে বুঝানোর জন্য) শব্দ ধারণকারী আয়াতগুলো হলো : ২:১৮৫, ২:১৯৪, ২:১৯৭, ২:২১৭, ৫:২, ৫:৯৭, ৯:২, ৯:৫, ৯:৩৬।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর। (২:১৮৫)

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

হারাম মাস হারাম মাসের বদলে এবং পবিত্র বিষয়সমূহ কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (২:১৯৪)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ

হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। আর তোমরা ভাল কাজের যা কর, আল্লাহ তা জানেন এবং পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর। (২:১৯৭)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۪ * وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে লড়াই করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়'। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে। আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (২:২১৭)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْىَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ؘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

হে মুমিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, হারাম মাসের, হারামে প্রেরিত কুরবানীর পশুর, গলায় চিহ্ন দেয়া পশুর এবং আপন রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে পবিত্র গৃহের অভিমুখীদের। যখন তোমরা হালাল হও, তখন শিকার কর। কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও

সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর। (৫:২)

جَعَلَ اللّٰهُ الۡكَعۡبَةَ الۡبَيۡتَ الۡحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهۡرَ الۡحَرَامَ وَ الۡهَدۡىَ وَ الۡقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الۡاَرۡضِ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ

সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ রূপে তৈরী করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারামে কুরবানীর জন্তুকে এবং সেই পশুকেও যার গলায় বিশেষ ধরণের বেড়ী পড়ানো হয়েছে। এটা এ জন্য যেন তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও যমীনস্থিত সব বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৫:৯৭)

فَسِيۡحُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِى الۡكٰفِرِيۡنَ

সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থকারী। (৯:২)

فَاِذَا انۡسَلَخَ الۡاَشۡهُرُ الۡحُرُمُ فَاقۡتُلُوا الۡمُشۡرِكِيۡنَ حَيۡثُ وَجَدۡتُّمُوۡهُمۡ وَ خُذُوۡهُمۡ وَ احۡصُرُوۡهُمۡ وَ اقۡعُدُوۡا لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٍ ۚ فَاِنۡ تَابُوۡا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوۡا سَبِيۡلَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়,

তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯:৫)

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুলম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (৯:৩৬)

পৃথিবীর আহ্নিক গতি

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا

শপথ সূর্যের যখন সে আচ্ছন্ন করে, (৯১:১)

وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا

শপথ চন্দ্রের যখন ওটা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়। (৯১:২)

وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا

শপথ দিনের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে। (৯১:৩)

وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا

শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (৯১:৪)

(৯১:১-৪) দিন রাতের হিসাব নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে সূর্য তথা সূর্যের উদয়-অস্ত বা পৃথিবীর আহ্নিক গতি। মাসের দিনসংখ্যা নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে চন্দ্র তথা মনজিলসমূহ / তিথিসমূহ। চান্দ্রমাসের শুরু শেষ নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে হিলাল থেকে হিলাল এর চক্র । (২:১৮৯, ৩৬:৩৯)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, তা মানুষের ও হাজ্জের জন্য সময় নির্ধারক। তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (২:১৮৯)

وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়। (৩৬:৩৯)

চান্দ্রবর্ষে ৬ মাস ৩০ দিন ও ৬ মাস ২৯ দিন হয়। যে কোনো মাস ৩০ দিনে বা ২৯ দিনে হতে পারে। বিভিন্ন বছর একই ক্যালেণ্ডার মাস বিভিন্ন দিনসংখ্যায় হতে পারে। যেমন কোনো বছর রমাদান মাস ২৯ দিনে এবং কোন বছর ৩০ দিনে হতে পারে। আবার ধারাবাহিকভাবে একাধিক বছর রমাদান মাস ২৯ দিনে (বা ৩০ দিনে) হতে পারে। এক্ষেত্রে হিলালের উদয়ই হচ্ছে দিনসংখ্যা নির্ণয়ের উপায়।

পৃথিবীর বার্ষিক গতি

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ الشَّمۡسَ ضِیَآءً وَّ الۡقَمَرَ نُوۡرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِیۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِکَ اِلَّا بِالۡحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ

তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময় আর তার (হ্রাস বৃদ্ধির) মানযিলসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গুণে (সময়ের) হিসাব রাখতে পার। আল্লাহ এটা অনর্থক সৃষ্টি করেননি, তিনি নিদর্শনগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। (১০:৫)

وَ جَعَلۡنَا الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ اٰیَتَیۡنِ فَمَحَوۡنَاۤ اٰیَةَ الَّیۡلِ وَ جَعَلۡنَاۤ اٰیَةَ النَّهَارِ مُبۡصِرَةً لِّتَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِیۡنَ وَ الۡحِسَابَ وَ کُلَّ شَیۡءٍ فَصَّلۡنٰهُ تَفۡصِیۡلًا

আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৭:১২)

(১০:৫, ১৭:১২) একটি সৌরবর্ষের পরিসর নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে পৃথিবীর বার্ষিক গতি । পৃথিবীর বার্ষিক গতি অনুসারে ৩৬৫ দিনে ১টি সৌরবর্ষ হয়। ১৭:১২ আয়াত অনুযায়ী একটি দিন থেকে ঐ দিনের পুনরাবৃত্তি পর্যন্ত (যেমন Spring Equinox থেকে পরবর্তী Spring Equinox পর্যন্ত) একটি সৌরবর্ষ। আবার একটি সৌরবর্ষে ১২ টি চান্দ্রমাস

অতিবাহিত হয় বিধায় প্রাকৃতিকভাবে ১২ মাসে ১ বছরের হিসাব প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাকৃতিক প্রেক্ষিতে আল কুরআন অনুসারে ১২টি চান্দ্রমাস (শাহর) নিয়ে একটি গণনাচক্র/ ইদ্দাত তথা একটি চান্দ্রবর্ষ। ১ টি বর্ষে ১২ টি চান্দ্রমাস হিসেবে মাসের গণনার বিধান সৃষ্টির প্রথম থেকে বিধিবদ্ধ (৯:৩৬)।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুলম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (৯:৩৬)

চান্দ্রমাসের হিসাবে যেমন কোনো মাস ৩০ দিন এবং কোনো মাস ২৯ দিন অনুরূপভাবে চান্দ্রমাস হিসাবের দিনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সৌরমাস হিসাবের ক্ষেত্রেও প্রথমত ৩০ দিনে ১ মাস ধরা হয় এবং সেক্ষেত্রে সৌরবর্ষের জন্য আরো ৫ দিনের প্রয়োজন হয় বিধায় কিছু মাসকে ৩১ দিনে হিসাব করা হয়। কারণ পৃথিবীর বার্ষিক গতি অনুসারে ৩৬৫ দিনে ১টি সৌরবর্ষ হয়। এভাবে কোনো সৌরমাস ৩০ ও কোনো সৌরমাস ৩১ দিনে হিসাব করার ভিত্তিতে বছরের নির্দিষ্ট তারিখে দিন রাত সমান হওয়ার হিসাবও নির্ধারণ করা সহজ হয়।

১ বছরের মাসসংখ্যা নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে পৃথিবীর বার্ষিক গতি অনুসারে ১ টি সৌরবর্ষে অতিবাহিত পূর্ণ চান্দ্রমাসের সংখ্যা। অর্থাৎ সৌরবর্ষের হিসাবের ক্ষেত্রেও ৩০ দিনে ১ মাস এবং ১২ মাসে ১ বছর নির্ধারণের বিষয়টি মূলত চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষের হিসাব পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়েছে। চান্দ্রবর্ষ (চন্দ্রমাসসমূহের গণনাচক্রে / ১২ মাসের যোগফলে) ৩৫৪ দিন, পক্ষান্তরে সৌরবর্ষ (পৃথিবীর বার্ষিক গতি) ৩৬৫ দিন। অর্থাৎ একটি সৌরবর্ষের তুলনায় একটি চান্দ্রবর্ষে ১১ দিন কম থাকে।

وَ لَبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَ ازْدَادُوْا تِسْعًا

তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরও নয় বছর।
(১৮:২৫)

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَ اَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا

বল, 'তারা যে সময়টুকু অবস্থান করেছিল, সে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জানেন'। আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনিই উত্তম দ্রষ্টা ও উত্তম শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন না। (১৮:২৬)

এই প্রেক্ষিতে ১৮:২৫-২৬ আয়াত অনুযায়ী চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের হিসাব পদ্ধতির বাস্তবতা বিবৃত হয়েছে যে, তিনশ সৌরবর্ষ হচ্ছে তিনশ নয় চান্দ্রবর্ষের প্রায় সমানুপাতিক। সৌরবর্ষকে আরবিতে 'সানাতুন' এবং চান্দ্রবর্ষকে ও চান্দ্রসৌরবর্ষকে (যাতে চন্দ্রচক্রকে মাস হিসেব করা হয়) আরবিতে 'আমুন' বলা হয়। আল কুরআন অনুযায়ী, সৌরবর্ষ ও চান্দ্রবর্ষ

বা চান্দ্রসৌরবর্ষ উভয়ের হিসাব প্রাকৃতিক নিয়মবদ্ধ এবং আল কুরআর অনুসারে, এটা আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং উভয় হিসাব অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।(৫৫:৫)

اَلشَّمۡسُ وَ الۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ

সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী। (৫৫:৫)

মাসের হিসেব নির্ণয়ের ভিত্তি হিসেবে নতুন চাঁদ থেকে নতুন চাঁদের সময়সীমাকে (duration of moon cycle) গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় ইংরেজিতে মাসকে month বলা হয়। একটি বর্ষে চারটি ঋতু থাকে। ঋতুগুলো হলো বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত। প্রতিটি ঋতু তিনটি চান্দ্রমাসের প্রায় সমান দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এভাবে চারটি ঋতুর মোট সময়কাল তথা একটি বর্ষের মাসসংখ্যা হলো ১২। সুতরাং চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষ উভয়টিতে ১২ মাসে এক বছর হিসেব করতে হয়, এটাই প্রাকৃতিক পদ্ধতি। ৬:৯৬, ১০:৫, ১৭:১২, ১২:৪৭-৪৯, ২০:৫৯, ১০৬:১-৪ আয়াত থেকে চান্দ্রবর্ষ ক্যালেন্ডার ও সৌরবর্ষ ক্যালেন্ডার উভয়টির ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

فَالِقُ الۡاِصۡبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيۡلَ سَكَنًا وَّ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقۡدِيۡرُ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ

তিনি ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাত সৃষ্টি করেছেন শান্তি ও আরামের জন্য, সূর্য ও চন্দ্র বানিয়েছেন গণনার জন্য। এসব মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞাতা কর্তৃক নির্ধারিত। (৬:৯৬)

هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ الشَّمۡسَ ضِيَآءً وَّ الۡقَمَرَ نُوۡرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِيۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالۡحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ

তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময় আর তার (হ্রাস বৃদ্ধির) মানযিলসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গুণে (সময়ের) হিসাব রাখতে পার। আল্লাহ এটা অনর্থক সৃষ্টি করেননি, তিনি নিদর্শনগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। (১০:৫)

وَ جَعَلۡنَا الَّيۡلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيۡنِ فَمَحَوۡنَاۤ اٰيَةَ الَّيۡلِ وَ جَعَلۡنَاۤ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبۡصِرَةً لِّتَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِيۡنَ وَ الۡحِسَابَ وَ كُلَّ شَىۡءٍ فَصَّلۡنٰهُ تَفۡصِيۡلًا

আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৭:১২)

قَالَ تَزۡرَعُوۡنَ سَبۡعَ سِنِيۡنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدۡتُّمۡ فَذَرُوۡهُ فِىۡ سُنۡۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّمَّا تَاۡكُلُوۡنَ

সে বলল, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাবে সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে দেবে'। (১২:৪৭)

ثُمَّ يَاۡتِىۡ مِنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ سَبۡعٌ شِدَادٌ يَّاۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّمَّا تُحۡصِنُوۡنَ

তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর; এই সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে - লোকে তা খাবে; শুধু সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত। (১২:৪৮)

ثُمَّ يَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ عَامٌ فِیْهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَ فِیْهِ یَعْصِرُوْنَ

'এরপর আসবে এমন এক বছর যাতে মানুষ বৃষ্টি সিক্ত হবে এবং যাতে তারা রস নিংড়াবে'। (১২:৪৯)

قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّیْنَةِ وَ اَنْ یُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًی

মূসা বলল, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হল উৎসবের দিন। আর সেদিন পূর্বাহ্নেই যেন লোকজনকে সমবেত করা হয়'। (২০:৫৯)

لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ

যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে। (১০৬:১)

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّیْفِ

শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। (১০৬:২)

فَلْیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ

অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের 'ইবাদাত করে, (১০৬:৩)

الَّذِیْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (১০৬:৪)

সৌরবর্ষ পৃথিবীর বার্ষিক গতির সাপেক্ষে হিসাবকৃত বিধায় প্রতি বছর একই সৌরমাস একই ঋতুতে পড়ে। অন্যদিকে একটি চান্দ্রবর্ষ একটি

সৌরবর্ষের চেয়ে ১১ দিন কম বিধায় একই চান্দ্রমাসের (যেমন রবিউল আউয়াল মাসের) আবর্তন বিভিন্ন বছর সৌরবর্ষের বিভিন্ন ঋতুতে হতে থাকে। অর্থাৎ চান্দ্রবর্ষে একই মাস একই ঋতুতে আসে না, বরং এর আবর্তন ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে হতে থাকে। মানুষের নির্বাহী সিদ্ধান্তনির্ভর কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সৌরবর্ষের হিসাবের কিছু সুবিধা দেখা যায়, যাতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঋতু অনুসারে পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। তাই চান্দ্রমাসকে একই ঋতুতে পাওয়ার জন্য চান্দ্র-সৌরবর্ষ ক্যালেন্ডার (Lunisolar Year Calendar) এর উদ্ভব ঘটে। চান্দ্রসৌরবর্ষে (Lunisolar Year Calendar) প্রতি তৃতীয় বর্ষে একটি চান্দ্রমাস যোগ করা হয়, এই মাসকে intercalary month / leap month বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একই চান্দ্রমাসকে (একই ক্রমিকের চান্দ্রমাসকে বা একই নামের চান্দ্রমাসকে) নির্দিষ্ট ঋতুতে স্থির রাখা বা হিসাব করা।

৯:৩৬ আয়াতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম থেকে ১২টি চান্দ্রমাসের গণনাচক্র (Counting Cycle) এবং এর মধ্য থেকে ৪টি মাস হারাম মাস হওয়া এবং মুশরিকদের কর্তৃক 'নাসী' তথা 'হারাম মাসের অবস্থানের রদবদল বা হারাম মাসকে যথাসময়ে পালন করাকে স্থগিত করে পরে অন্য মাসকে হারাম ঘোষণা করে বার্ষিক হারাম মাসের সংখ্যাগত সমন্বয়' কুফরের বা সত্য বিধান প্রত্যাখ্যানের একটি বৃদ্ধি হওয়ার তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে অনেকে ভেবে থাকেন যে, ১২টি চান্দ্রমাসে একটি চান্দ্রবর্ষ হিসেব করতে হবে এবং এটাই ইসলামী বর্ষগণনা পদ্ধতি এবং চান্দ্রসৌরবর্ষ (Lunisolar Year Calendar) তথা চান্দ্রবর্ষে একটি intercalary month / leap month মাস যোগ করা বা ১৩ মাস হিসেব করা মানে নাসী এবং এটি কুফর।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি 'নাসী' নয়, এবং কোনো চান্দ্রবর্ষে intercalary month / leap month যোগ করে ১৩তম মাস হিসেব করা কুফর নয়। কারণ ১২টি চান্দ্রমাসের যোগফলে একটি চান্দ্রবর্ষ হিসেব করলেও হারাম মাসসমূহ যে ঋতুতে পালন করতে হবে, intercalary month / leap month যোগ করে কোনো বর্ষে ১৩তম মাস হিসেব করলেও সেই ঋতুতেই হারাম মাসসমূহ পালন করতে হবে। যে চান্দ্রবর্ষে ১৩তম মাস যোগ করা হয় বস্তুত সেই সৌরবর্ষেও চন্দ্রচক্র (Moon Cycle) ১২টিই থাকে। তাই কুরআনের বিবৃতির লংঘন হয় না বা লংঘন সম্ভব নয়, কারণ এটাই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যে, একটি সৌরবর্ষে চন্দ্রচক্র ১২টিই থাকবে।

কিন্তু একটি ক্যালেন্ডার হিসেব করতে গিয়ে এই ১২টি চন্দ্রচক্রের পর যে কয়দিন একটি চন্দ্রচক্রের সমান নয় কিন্তু বাড়তি দিন সেই কয়দিনের যোগফলকে একসাথে একটি চন্দ্রমাসের হিসেবে আনা তথা ১৩তম মাস হিসেব করার মাধ্যমে একই ঋতুতে হারাম মাসসমূহ পালন (বা বর্ষ শুরু করা) মূলত বর্ষ গণনাকে সহজীকরনের জন্য করা হয়। অন্যদিকে চান্দ্রবর্ষ হিসেব করলে একই ঋতু একেক বর্ষে একেক চান্দ্রমাসে হিসেব করতে হয়। উভয় অবস্থায় হারাম মাসসমূহ একই ঋতুতে হিসেব করতে হবে বিধায় এবং হারাম মাসকে একই ঋতুতে পালন না করাটাই 'নাসী' বিধায় চান্দ্র-সৌরবর্ষের মাধ্যমে নাসী ঘটে না, বরং নাসী থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সহজ হিসাব পদ্ধতির জন্য চান্দ্রসৌরবর্ষ একটি গ্রহণযোগ্য হিসেবে পদ্ধতি।

হারাম মাসসমূহ চিহ্নিতকরণের উপায়

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, হারাম মাসসমূহ হচ্ছে রমাদানের মাস এবং তার পরবর্তী তিনটি মাস। হারাম মাসের প্রথমটিতে সিয়াম এবং পরের তিনটিতে হজ্জ হবে। হারাম মাসসমূহ চিহ্নিতকরণের উপায় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

হারাম মাসসমূহের হারাম বিষয় সাপেক্ষে সময়কাল চিহ্নিতকরণ

হারাম মাসসমূহের হারাম বিষয় সাপেক্ষেই হারাম মাসসমূহের সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভব। তাই নিম্নে এ বিষয়টির উপর ভিত্তি করে দুটি পয়েন্টে আলোকপাত করা হলো এবং তার মাধ্যমে হারাম মাসসমূহকে চিহ্নিত করা হলো:

হারাম মাসসমূহের অন্যতম সাধারণ (Common) হারাম বিষয় তথা বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ

হারাম মাসসমূহের সাধারণ দুটি হারাম বিষয় হলো এই মাসগুলোতে বন্য প্রাণী (wild-life) শিকার হারাম এবং এ মাসগুলো হলো বিধিবদ্ধ যুদ্ধ বিরতির মাস। এর মধ্যে প্রথমটি সুনির্দিষ্টভাবে একটি জৈবিক প্রকৃতির ঋতুর সাথে সম্পর্কিত। আর তা হলো এটা এমন এক ঋতু যা বন্য প্রাণীদের প্রজননের জন্য নাজুক হিসেবে সাব্যস্ত। Delicate season for mating and breeding of wild animals। সুতরাং এটা হলো বসন্তকাল। অন্য কথায়, বসন্তের প্রথম মাসই হবে হারাম মাসসমূহের প্রথম মাস।

হারাম মাসসমূহের পরে যুদ্ধাভিযানের সময়কালের আবহাওয়া

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ

পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, 'তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না'। বল, 'জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত'। (৯:৮১)

৯:৮১ আয়াত অনুসারে হারাম মাসসমূহের পরে যুদ্ধাভিযানের সময় ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। সুতরাং হারাম মাসসমূহ ছিল উষ্ণতম মাসের আগে। অন্য কথায় হারাম মাসসমূহ শুরু হয়েছিল বসন্ত ঋতুতে। বসন্তের প্রথম মাস থেকে শুরু করে ধারাবাহিক চারমাস হারাম মাস।যার প্রথম তিনটি মাস হলো বসন্ত এবং চতুর্থতম মাসটি হলো গ্রীষ্মের প্রথম মাস।

রমাদানের মাস চিহ্নিতকরণ

রমাদানের মাস চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে হারাম মাসসমূহকে চিহ্নিতকরণ সম্ভব। তাই প্রথমে রমাদানের মাসকে চিহ্নিত করার জন্য রমাদান সম্পর্কিত আয়াতটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

রমাদানের মাস (শাহরু রমাদান), যাতে আমি আল কুরআন নাজিল করেছি, মানবজাতির জন্য হিদায়াত হিসেবে এবং হিদায়াতের স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে এ মাসকে প্রত্যক্ষ করবে (তথা এ মাস শুরু হওয়ার অভিলক্ষণ বা অভিজ্ঞান পাবে) সে যেন তাতে (মাসব্যাপী) সিয়াম পালন করে। (২:১৮৫)

সর্বপ্রথম নির্ণেয় বিষয় হচ্ছে শাহরু রমাদান শব্দের অর্থ কি? সাধারণত এর অর্থ করা হয় 'রমাদান মাস'। কিন্তু এ অর্থ কি সঠিক? এর অর্থ কি 'রমাদান মাস' নাকি 'রমাদানের মাস'? প্রচলিত ধারণামতে, হিজরী ক্যালেন্ডারের নবম মাসের নাম হচ্ছে 'রমাদান'। অথচ যদি রমাদান শব্দটি একটি মাসের নামবাচক বিশেষ্য হতো তাহলে শুধু রমাদান বলা হতো, শাহরু রমাদান বলা হতো না। শাহরু রমাদান অর্থ রমাদান মাস নয়, বরং এর অর্থ রমাদানের মাস। কারণ আরবী ব্যাকরণ পরিভাষায় শাহরু শব্দটি হচ্ছে মুদাফ (সম্বন্ধ পদ) এবং রমাদান শব্দটি হচ্ছে মুদাফ ইলাইহি (যার সাথে সম্বন্ধিত)। সুতরাং শাহরু রমাদানের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে 'রমাদানের (বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) মাস'।

'শাহরু রমাদান' শব্দের অর্থ 'রমাদানের মাস' হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, শাহরু রমাদান কোনো মাসের নামবাচক বিশেষ্য নয়, বরং শাহরু রমাদান হচ্ছে একটি মাসের বিশেষণমূলক নাম (গুণবাচক বিশেষ্য)। যে মাসটি রমাদানের মাস হবে সেই মাসটিকেই শাহরু রমাদান বলতে হবে, তা কোনো ক্যালেন্ডারে মাসের গণনাক্রমের একই ক্রমিকের মাস হোক বা একেক বর্ষে একেক ক্রমিকের মাস হোক, তা বিবেচ্য নয়। বরং মাসটি চিহ্নিত হবে তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝা যেতে পারে। আমরা জানি যে, ঘড়ির মাধ্যমে প্রতিদিনের সময়কে চিহ্নিত করার জন্য ১২ টি ঘণ্টার হিসাব চালু আছে। এতে মধ্যাহ্নের পূর্বের সময়কে পূর্ব মেরিডিয়াম [Ante Meridiem (a.m)] এবং মধ্যাহ্নের পরের সময়কে পোস্ট মেরিডিয়াম [Post Meridiem (p.m)] দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সকালে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত ঘটে। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে আল্লাহর তাসবীহ বা পবিত্রতা জ্ঞাপন করতে হবে। এখন ঘড়ির হিসাবে ১ থেকে ১২ টা এবং তারপর আবার ১ থেকে ১২ টা হিসেব করা হয়। প্রতিটি ঘণ্টার আলাদা নাম না দিয়ে আমরা সেটাকে সংখ্যায় হিসেব করে থাকি। সে হিসেবে কোনো মাসে ০৫:০০am/০৬:০০am/০৭:০০a.m যে ঘণ্টাতেই সূর্যোদয় হোক সেটাকে সূর্যোদয়ের সময় বলতে হবে এবং অনুরূপভাবে ০৫:০০pm/০৬:০০pm/০৭:০০ pm যে ঘণ্টাতেই সূর্যাস্ত হোক তাকে সূর্যাস্তের সময় বলতে হবে। এমন নয় যে, প্রতিদিন ০৬:০০am কে সূর্যোদয়ের সময় বলা হবে বা ০৭:০০ pm কে সূর্যাস্তের সময় বলা হবে।

বরং বাস্তবে যে দিন যে ঘন্টায় সূর্যোদয় হবে সেদিন সে ঘণ্টাটিই সূর্যোদয়ের সময় এবং যে ঘণ্টায় সূর্যাস্ত যাবে সেদিন সে ঘণ্টাটিই সূর্যাস্তের সময়। অনুরূপভাবে, কোনো বর্ষে চান্দ্রমাসের ধারাবাহিক হিসাব ক্রমের ৩নং মাস, কোনো বর্ষে ৪নং মাস এবং ৫নং মাস রমাদানের মাস হতে পারে। প্রতি বর্ষে একই ক্রমিকের মাসকেই যে রমাদানের মাস মনে করতে হবে তা নয়। আবার যদি চান্দ্রসৌরবর্ষ (Lunisolar Year) ক্যালেন্ডার হিসেব করা হয় সেক্ষেত্রে রমাদানের মাসকে প্রতিবর্ষে একই ক্রমিকের মাস হিসেবে পাওয়া যেতে পারে।

শাহরু রমাদান বা রমাদানের মাস বলতে কোন মাসটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তা বুঝার উপায় হলো রমাদান শব্দের অর্থ অনুধাবন এবং হারাম মাসসমূহের সাথে সম্পর্কিত হারাম বিষয়ের সাপেক্ষে হারাম মাসসমূহকে চিহ্নিতকরণ। যদিও রমাদান শব্দের অর্থ হিসেবে 'হিজরী ক্যালেন্ডারের নবম মাসের নাম, যাতে সিয়াম পালন করা হয়' লেখা হয়, তবুও এর প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য রমাদান শব্দটির শব্দমূল 'র মীম দদ' থেকে গঠিত শব্দসমূহের অর্থ জানা প্রয়োজন।

বিভিন্ন অভিধানের তথ্য সমন্বয়ের ভিত্তিতে রমাদান শব্দের শব্দমূল 'র মীম দদ' থেকে যেসব শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। রমাদান = প্রচলিত অর্থ হলো হিজরী ক্যালেন্ডারের নবম মাসের নাম, নবম মাসের পূর্ব নাম ছিল নাতিক, এটি সবচেয়ে গরম মাসে পড়েছিল বিধায় এটিকে রমাদান নামকরণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আবার রমাদানের অর্থ হিসেবে দ্বিতীয় বহুল প্রচলিত অর্থ হলো 'গ্রীষ্মের শেষদিকে উত্তপ্ত ভূমিতে বৃষ্টি'। এ দুটি অর্থের উপর ভিত্তি করে 'শাহরু রমাদানের' নাম 'শাহরু রমাদান' রাখার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, যে বছর কুরআন নাজিল হয় সে বছর 'শাহরু রমাদান' মাসটি জুন, জুলাই, আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে পড়েছিল।

যদি 'রমাদান' শব্দের অর্থ 'দুর্বিসহ গরম' হয় এবং সেই প্রেক্ষিতে রমাদানের মাস সবচেয়ে বড় দিন (summer solstice) ২০, ২১ বা ২২ জুন এর সাথে সম্পর্কিত মাসটি হয়, তাহলে এর পূর্ববর্তী তিনটি মাস বা পরবর্তী তিনটি মাসসহ মোট চারটি মাস হবে হারাম মাস এবং হারাম মাসগুলো হবে বন্য পশুর জন্য নাজুক সময় এবং হারাম মাসসমূহের মধ্যে রমাদানের মাস ছাড়া বাকি মাসগুলো হজ্জের মাস। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা স্পষ্ট হয়েছি যে, বন্য প্রাণীদের প্রজননের জন্য নাজুক সময় হলো 'বসন্ত ঋতু'। সুতরাং জুন মাস রমাদানের মাস হলে অন্য তিনটি হারাম

মাস হবে রমাদানের মাসের পূর্ববর্তী তিনটি মাস (মার্চ, এপ্রিল, মে)। অন্যদিকে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা এটাও স্পষ্ট হয়েছি যে, হারাম মাসসমূহের মধ্যে শেষ মাস নয়, বরং প্রথম মাসই রমাদানের মাস, সিয়ামের মাস। এ হিসেবে 'রমাদানের মাস' হলো বসন্তের প্রথম মাস।

অন্যদিকে যদি রমাদানের মাস গ্রীষ্মের প্রথম মাস (জুন মাস) হয় এবং বাকি হারাম মাসগুলো হয় তার পূর্ববর্তী তিনটি মাস (বসন্তের মাসসমূহ), সেক্ষেত্রে মাসসমূহকে হিসেব করতে হয় উল্টোদিক থেকে। অর্থাৎ প্রথমে জুন মাসে রমাদানের মাস হিসেব করে তারপর তার আগের তিনটি মাসকে হারাম মাস হিসেবে পালন করা। এভাবে উল্টোদিক থেকে হিসেব করা স্বাভাবিক নয়। বরং প্রথমে কোনো মাসের প্রাকৃতিক ঘটনা (Natural phenomenon) প্রত্যক্ষ করে তারপর সেই মাস থেকে সামনের দিকে হিসেব করা স্বাভাবিক পদ্ধতি। সে হিসেবে 'রমাদানের মাস' হারাম মাসসমূহের প্রথম মাসটি বা বসন্তের প্রথম মাসটি, এটিই স্বাভাবিক পদ্ধতি। যেহেতু কুরআনে একমাত্র 'রমাদানের মাস'টি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে "শাহিদা' বা প্রত্যক্ষ করে তার সাপেক্ষে অন্য মাসগুলোকে হিসেব করার পদ্ধতি দেয়া হয়েছে।

বসন্তের প্রথম মাসকে 'রমাদানের মাস' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে 'রমাদান' শব্দের অর্থ সঙ্গতিশীল নাকি অসঙ্গতিশীল, এটাই প্রধান নির্ণেয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে রমাদান শব্দের শব্দমূল 'র মীম দদ' এর মূল অর্থ হলো 'তীব্রতা' (Intensity), যা প্রকৃতিতে রঙ, আলো, উষ্ণতা ও প্রাণপ্রাচুর্যের সাথে সম্পর্কিত। একটি মাসের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এই তীব্রতা ঋতুগত বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক।

ঋতুগত বৈচিত্র্যের সাপেক্ষে 'রমাদানের মাস' চিহ্নিতকরণের জন্য সূরা কুরাইশে উল্লেখিত ঋতু সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সূরা

কুরাইশের বক্তব্য বিষয় হলো: শীত ও গ্রীষ্মে কুরাইশদের বাণিজ্য সফরের সুবিধার পেছনে আল মাসজিদুল হারামের ব্যবস্থাপনায় তাদের সম্পৃক্ততা কাজ করেছিল বিধায় তাদের উচিত এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রভুর অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করা। আরবি ভাষায় বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুকে একসাথে 'সয়ফ' এবং শরৎ ও শীত ঋতুকে একসাথে 'শীতায়ি' বলা হয়। অন্য কথায় এ চারটি ঋতুকে আরবিতে প্রধান দুই ঋতু হিসেবে ধরা হয়। তাই শীতায়ি ও সয়ফে বাণিজ্য সফর বলতে সমগ্র বর্ষে প্রধান দুটি ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে সঙ্গতি রেখে দুটি প্রধান বাণিজ্যিক সফরের আয়োজনকে বুঝায়। শীতায়ি এর আওতাধীন ছয় মাস হলো 'সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি' যখন Fall Equinox থেকে শুরু করে দিন ধীরে ধীরে ছোটো হতে থাকে এবং প্রকৃতিতে রঙ ও উষ্ণতার ক্ষেত্রে মলিনতা সৃষ্টি হয়। এ সময়কালে 'বারদুন' (২১:৬৯) বা 'শীতলতা' এর পরিবেশ থাকে।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

আমি বললামঃ হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।(২১:৬৯)

অন্যদিকে সয়ফ এর আওতাধীন ছয় মাস হলো 'মার্চ থেকে আগস্ট' যখন Spring Equinox থেকে শুরু করে দিন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং প্রকৃতিতে রঙ ও উষ্ণতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়। এ সময়কালে 'রমাদুন' বা 'উষ্ণতা' এর পরিবেশ থাকে। যেহেতু 'রমাদুন' (উষ্ণতা) এমন একটি প্রাকৃতিক অবস্থা যা সমগ্র সয়ফে তথা বসন্ত-গ্রীষ্মে বিদ্যমান থাকে বা 'রমাদুন' হলো 'সয়ফের' প্রাকৃতিক অবস্থা, তাই 'শাহরু রমাদান' হবে বসন্ত-গ্রীষ্মের ছয় মাসের মধ্যকার একটি মাস। 'শাহরু রমাদান' নামটিতে ব্যবহৃত 'রমাদান' শব্দের প্যাটার্ন হচ্ছে 'ফায়ালান'। এই

প্যাটানটি কোনো কিছুর স্বস্তিদায়ক বা স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ের নির্দেশক। এই প্যাটার্নে আল কুরআনে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রমাদান ছাড়া অন্য দুটি শব্দ হলো-

(১) হায়াওয়ান (২৯:৬৪:১২), অর্থ: স্বস্তিকর জীবন, খেল-তামাশা বা প্রাণবন্ততা।

وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। (২৯:৬৪)

(২) শানাআন (৫:২:২৯, ৫:৮:১১), অর্থ: স্বাভাবিক শত্রুতা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ؘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। আর তোমরা যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি

যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (৫:২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসেবে সদা দন্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (৫:৮)

সুতরাং রমাদান শব্দের অর্থ সহনীয় পর্যায়ে প্রকৃতির তীব্রতা (The intensity of nature at a moderate level)। এটি এমন একটি ঋতুর নির্দেশক যা শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, জৈব প্রকৃতিতে তীব্রতা আনয়ন করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, 'শাহরু রমাদান' বলতে সবচেয়ে উত্তপ্ত মাস নয়, বরং জৈবপ্রকৃতিতে তীব্রতার মাস তথা বসন্ত বিষুবীয় মাসকে (Vernal / Spring equinoctial month) বুঝায়। 'শাহরু রমাদান' বলতে বসন্তের প্রথম মাসকে চিহ্নিত করার কারণ হলো 'সয়ফ' বা বসন্ত-গ্রীষ্মের মাসগুলোর মধ্যে সবগুলো মাসেই 'রমাদুন' এর বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় বিধায় এর মধ্য থেকে কোনো একটি মাসকে 'শাহরু রমাদান' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়

বিষয় হলো: (১) তা হবে ঐ প্রাকৃতিক অবস্থার সূচনা পর্যায়, যেহেতু তা না হলে বাকি মাসগুলোর মধ্য থেকে কোনো মাসকে নির্দিষ্ট করা অর্থবহ হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাল পাকার মাস হিসেবে ভাদ্র মাসকে চিহ্নিত করা হয়, যদিও তার পরবর্তী দু'মাসেও তাল পাকার অবস্থাটি বিদ্যমান থাকে। (২) 'রমাদুন' শব্দটির অর্থ 'উষ্ণতা' এর পাশাপাশি 'শাহরু রমাদান' এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্যাটার্ন 'ফায়লান' এর প্রেক্ষিতে এর মধ্যে সহনীয় পর্যায় থাকতে হবে, আর তাই এটিকে 'দুর্বিসহ বা প্রচণ্ড উষ্ণতা' অর্থে গ্রহণ করা সঠিক নয়।

হারাম মাসসমূহের শেষে যখন প্রচণ্ড গরম ছিলো ৯:৮১ আয়াতে ঐ অবস্থার জন্য 'হাররান' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি 'প্রচণ্ড গরম' বুঝাতে 'রমাদান' শব্দ ব্যবহৃত হতো তবে তাতে 'রমাদান' শব্দটিই ব্যবহৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিলো। সুতরাং এ বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে বুঝা যায় যে, বসন্তের প্রথম মাসই রমাদানের মাস হিসেবে প্রত্যক্ষ (শাহিদা) করার বিষয় এবং তারপর রমাদানের মাসে সিয়াম পালন করতে হবে এবং তার পরবর্তী তিন মাসে হজ্জ সম্পাদিত হবে এবং সমষ্টিগতভাবে এই চারমাসকে হারাম মাস হিসেবে পালন করতে হবে। হারাম মাসসমূহে বন্য পশু শিকার বা বধ করা যাবে না এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি হিসেবে যুদ্ধবিরতি পালন করতে হবে।

রমাদানের মাসকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আল কুরআন নাজিলের প্রসঙ্গটি সম্পৃক্ত। এ মাসে আল কুরআন নাজিলের সূচনা হয়েছে। আর যে রাতে আল কুরআন নাজিল হয়েছে তা হচ্ছে 'লাইলাতুল কদর' বা 'নির্ধারণের রাত, পরিমাপের রাত'। (৯৭:১)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল ক্বাদরে।'(৯৭:১)

কোনো রাতকে 'পরিমাপের রাত' বলার তাৎপর্য হচ্ছে তাতে রাতটির পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য স্থাপন বা সমীকরন করা। আধুনিক পরিভাষায় এরূপ রাতকে বলা হয় equinox or night of equation or equinoctial night. প্রতি বছর দুটি equinox হয়। একটিকে বলা হয় March equinox (১৯, ২০ বা ২১ মার্চ) এবং অন্যটিকে বলা হয় September equinox (২১, ২২ বা ২৩ সেপ্টেম্বর)। ঋতুর দিক থেকে এর একটিকে Spring or Vernal equinox এবং অন্যটিকে Autumn or Fall equinox বলা হয়।

হারাম মাসসমূহের মুল হারাম বিষয় হলো বন্য প্রাণী শিকার না করা। অর্থাৎ এ সময়কাল হচ্ছে বন্য প্রাণীদের প্রজননের জন্য নাজুক ঋতু (Delicate season for mating and breeding of wild animals)। বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রসঙ্গ এবং রমাদান শব্দের অর্থ অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, Autumn or Fall equinox এর তুলনায় Spring or Vernal equinox এর মধ্যেই লাইলাতুল কদর সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়। অর্থাৎ লাইলাতুল কদর হচ্ছে Spring or Vernal equinox.

কুরআন নাজিলের লাইলাতুল কদর ছিল এমন একটি রাত যাতে ফজর উদয় পর্যন্ত শান্তিময় প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় ছিল (৯৭:৫)।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।(৯৭:৫)

শান্তিময় প্রাকৃতিক পরিবেশের শর্তানুসারে বুঝা যায় যে, এটি ছিল গাছিক্ব বা অন্ধকার রাতের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেহেতু অন্ধকার রাত ভয়াবহ বিধায় তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (১১৩:৩)।

وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (১১৩:৩)

সুতরাং লাইলাতুল কদর ছিল The spring equinox of brightest full supermoon glowing with the intensity of light. - এ সম্ভাবনাই সবচেয়ে দাবি রাখে। আল্লাহই মহাজ্ঞানী এবং তিনি ভালো জানেন। যেহেতু যৌক্তিক অভিলক্ষণ অনুসারে মাসটির সাক্ষ্য দেয়ার বিষয় রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে কুরআনের বিভিন্ন তথ্য এবং বাস্তব ঋতু ও অন্যান্য অবস্থার সমন্বয়ের ভিত্তিতেই মাসটির অভিলক্ষণ চিহ্নিত হবে। আমাদের গবেষণালব্ধ তথ্য অনুসারে এক্ষেত্রে মাসটিকে চিহ্নিত করার জন্য যেসব লক্ষণকে বিবেচনা করা প্রয়োজন তাহলো: যেন মাসটিকে বসন্তের প্রথম মাস হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় তথা যেন মাসটির গণনা Spring equinox থেকে শুরু হতে পারে এবং মাসটির পূর্ণিমা Spring equinox এ বা তার পরে সংঘটিত হয় অথবা যে বর্ষে Spring equinox এর পরের পূর্ণিমার চান্দ্রমাস Spring equinox কে অন্তর্ভুক্ত করে না, সেই বর্ষে যে চান্দ্রমাসটি Spring equinox কে পরিবৃতকারী চান্দ্রমাস হবে সেই মাসটিই 'শাহরু রমাদান' হিসেবে চিহ্নিত হবে।

অবশ্য পূর্বে ওজরবশত মাসটিকে তার হুবহু অবস্থানে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে সামান্য ব্যতিক্রম হলে আমরা সেটাকে দোষনীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। যেহেতু সূরা মুজজামমিল বলা হয়েছে,

اِنَّ رَبَّکَ یَعۡلَمُ اَنَّکَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰی مِنۡ ثُلُثَیِ الَّیۡلِ وَ نِصۡفَہٗ وَ ثُلُثَہٗ وَ طَآئِفَۃٌ مِّنَ الَّذِیۡنَ مَعَکَ ؕ وَ اللّٰہُ یُقَدِّرُ الَّیۡلَ وَ النَّہَارَ ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡہُ فَتَابَ عَلَیۡکُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنۡ سَیَکُوۡنُ مِنۡکُمۡ مَّرۡضٰی ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ یَضۡرِبُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ یَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰہِ ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ٭ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنۡہُ ۙ وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ اَقۡرِضُوا اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِکُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ تَجِدُوۡہُ عِنۡدَ اللّٰہِ ہُوَ خَیۡرًا وَّ اَعۡظَمَ اَجۡرًا ؕ وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

তোমার রাব্বতো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং ***আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারনা, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন।*** *অতএব কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। অতএব কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর*

নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭৩:২০)

তবে বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আগে থেকেই পূর্ণিমার অবস্থান এবং Spring equinox এর তারিখ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য জেনে নেয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে এ বিষয়ে অগ্রিম শতবর্ষ ক্যালেন্ডারও সংগ্রহে রাখা যেতে পারে, যেন যুগোপযোগী পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে যথাসময়ে হারাম মাসসমূহের বিধান পরিপালনের ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

মুহাররাম ও জিলহজ্জ মাসের যুক্তিকতা

আরবিতে ১২ টি চান্দ্রমাসের প্রচলিত নামসমূহের মধ্যে প্রথম মাসের নাম মহররম। মহররম শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'যাকে হারাম করা হয়েছে'। একটি মাসের নাম হিসেবে এর অর্থ হচ্ছে 'যে মাসকে হারাম করা হয়েছে'।

رَبَّنَاۤ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡزُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যক্ষেতহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে নামায কায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে। (১৪:৩৭)

১৪:৩৭ আয়াতে বর্ণিত নবী ইবরাহীমের প্রার্থনায় তিনি 'আল্লাহর বাইতকে' (প্রতিষ্ঠানকে) বাইতিকা মুহাররম বলে উল্লেখ করেছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْىَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ؘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। আর তোমরা যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (৫:২)

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْىَ وَ الْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ রূপে তৈরী করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারামে কুরবানীর

জন্তুকে এবং সেই পশুকেও যার গলায় বিশেষ ধরণের বেড়ী পড়ানো হয়েছে। এটা এ জন্য যেন তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও যমীনস্থিত সব বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৫:৯৭)

আর ৫:২ এবং ৫:৯৭ আয়াতে এটিকে আল বাইতুল হারাম বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে মাসের নাম হিসেবে 'মুহাররম' শব্দের ব্যাস বাক্য হচ্ছে আশ শাহরুল হারাম। অথচ আল কুরআন অনুসারে হারাম মাস শুধু একটি নয়, বরং চারটি হারাম মাস (আরবায়াতু হুরুমুন ৯:৩৬) যাকে একসাথে বলা হয় 'আশহুরুল হুরুমুন'(৯:৫)।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

হারাম মাস হারাম মাসের বদলে এবং পবিত্র বিষয়সমূহ কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।(২:১৯৪)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ * وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে লড়াই করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়'। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে। আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (২:২১৭)

আর হারাম মাসসমূহের প্রতিটিই হচ্ছে 'আশ শাহরুল হারাম' (২:১৯৪, ২:২১৭, ৫:২, ৫:৯৭)। **সুতরাং একটিমাত্র মাসের নাম 'মুহাররাম' রাখা গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে।**

আরবিতে ১২ টি চান্দ্রমাসের প্রচলিত নামসমূহের মধ্যে শেষ মাসের নাম জিলহজ্ব। জিলহজ্জ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'হজ্জওয়ালা মাস' বা 'হজ্জের মাস'। আল কুরআনে হজ্জের মাসসমূহের কথা বলা হয়েছে, হজ্জের জন্য শুধুমাত্র একটিমাত্র মাসের কথা বলা হয় নি। (আল হাজ্জু আশহুরুম মা'লূমাত ২:১৯৭)। আশহুর হচ্ছে 'শাহর' বা 'মাস' শব্দের বহুবচন। **সুতরাং একটিমাত্র মাসের নাম 'জিলহজ্জ' রাখা গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে।**

উপসংহার

মহান আল্লাহ মানুষের জন্য কিছু খাবার এবং কর্মকে হারাম-হালাল ভাগ করার নীতিমালা দেন নাই বরং সময়, দিন, মাস ও বছর গণনার ক্ষেত্রেও একটি বিধিবদ্ধ হারাম-হালালের নীতিমালা দিয়ে রেখেছেন। প্রকৃত অর্থে সময় গণনার এই বিধান অন্যান্য সকল প্রকার হালাল-হারামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময় গণনার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের মূলভিত্তি অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। আর যারা আল্লাহর দেয়া এই বিধিবদ্ধ বিধান রদ-বদল করে অথবা পরিবর্তন করে তাদেরকে সুস্পষ্ট কাফের বলেছেন (৯:৩৭)। করুনাময় আল্লাহ চাঁদ ও সূর্যের বিভিন্ন বর্ণনা দিয়ে উভয়কে বিবেচনা করেই বছর গণনা করার কথা বলেছেন এবং তার দায়িত্বভার অর্পণ করছেন জ্ঞানীদের উপর (১০:৫)। ভুমন্ডল ও নভোমণ্ডলের অধিপতি পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি বুঝাতে আমাদের কিছু সুন্দর সুন্দর উদাহরণ দিয়ে রেখেছেন। অথচ আমরা কি পবিত্র কোরআনের চিন্তা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে মানুষের কাছে একটি পবিত্র কোরআন ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি? আমার ক্ষুদ্র চিন্তা ও গবেষণার ফলাফলে এর উত্তর হচ্ছে নেতিবাচক। এই নেতিবাচকতার অনুকল্প (Hypothesis) গুলি হচ্ছে নিমরুপঃ

- বর্তমান হিজরী বর্ষপঞ্জি পবিত্র কোরআনের কালানুক্রমিকতার (chronological) সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।
- পবিত্র কোরআন অনুযায়ী নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও জিহাদের ইব্রাহিম (আঃ) থেকেই দেখা যায়। তাই সেই সময় থেকেই সময় গণনার বর্ষপঞ্জি থাকার-ই কথা। তাছাড়া মহান আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে-ই ১২টি

মাস নির্ধারিত (৯:৩৬), তাই প্রচলিত বর্ষপঞ্জিটির সাথে ইব্রাহিম (আঃ) এবং পরবর্তী নবী-রাসূলগণের বর্ষপঞ্জির সাথে কতটুকু সম্পৃক্ততা তা আমাদের জানা প্রয়োজন একান্ত।

- প্রচলিত বর্ষপঞ্জিটি আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী ও রাসূলের অ-অনুমোদিত।
- ইসলামরে ইতিহাস ও বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায়,বর্ষপঞ্জিটি সম্পূর্ণ আবেগ তাড়িত।
- এই বর্ষপঞ্জিটি প্রণয়নে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বিধিবিধান সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত।
- প্রচলিত বিচ্ছিন্নভাবে চিহ্নিত হারাম মাসসমূহের ভিত্তি অসঙ্গতিপূর্ণ।
- হজ্জের মাসসমূহের পরিবর্তে একটি মাসে হজ্জকে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত কিনা